اَلْمَحَجَّة فِي سَيْرِ الدُّلْجَةِ

রবের দিকে প্রত্যাবর্তন

আর-রিহাব পাবলিকেশন্স

Scanned with CamScanner

সূচিপত্র

লেখক পরিচিতি ৭
ভূমিকা ১১

প্রথম অধ্যায়
মহান বিধান ১৩
আয়াত ও হাদিসে প্রত্যাবর্তন করার মর্মার্থ ১৪
"আলহামদুলিল্লাহ" সকল অনুগ্রহের সরবরাহকারী ১৭
অনুগ্রহ শব্দার্থের ব্যাখ্যা ১৮
কর্ম ও জান্নাত উভয় আসে আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে ২০
আল্লাহর ক্ষমা ও ন্যায়পরায়ণতার মধ্য দিয়ে আসে সুখ-দুঃখ ২১
আল্লাহর নিয়ামত কখনই পরিশোধযোগ্য নয় ২৫
যেসব জিনিস বান্দার জানা কর্তব্য ২৮
কৃতজ্ঞতা একটি বড় নিয়ামত ২৮
আমলই নাজাতের পথ নয় ২৯
আল্লাহর অনুগ্রহের স্বীকারোক্তি ৩০
আল্লাহর অনুগ্রহ স্বীকার করা ৩১
বান্দার নাজাত ও সফলতার পথ কি? ৩১

দ্বিতীয় অধ্যায়
আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল ৩৩

তৃতীয় অধ্যায়
"সাদ্দিদু ওয়া ক্বরিবু" এর অর্থ ৩৮
যেসব কারণে সাহাবায়ে কেরাম শ্রেষ্ঠ হয়েছেন ৩৯
একটি মহৎ নীতি ৪১
গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি ৪১
ইসলামের সহজসাধ্যতা ৪২

Scanned with CamScanner

চতুর্থ অধ্যায়

"সকাল", "সন্ধ্যা" ও "রাতের শেষাংশ" এর অর্থ..... ৪৪

পঞ্চম অধ্যায়

সংযম এর অর্থ..... ৫১
মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর পথে চলা..... ৫৪
আমলের সমাপ্তি দ্বারা আমল নির্ধারণ..... ৫৬
আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার শ্রেষ্ঠত্ব..... ৫৮
আল্লাহর কাছে পৌঁছানোর রাস্তাসমূহ..... ৬০
আখিরাতে তাঁর কাছে পৌঁছানোর অর্থ হলো জান্নাতে প্রবেশ করা ৬১

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইসলাম, ঈমান ও ইহসান..... ৬২
সকাল ও সন্ধ্যার সময়..... ৬৬
যারা দুনিয়া ও আখিরাত আঁকড়ে ধরে..... ৬৭

সপ্তম অধ্যায়

অপ্রত্যাশিত মোকাবিলা ৬৯
এমন ধরনের আমল—যা হবে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণার মত ৭০
দুনিয়ার বিষন্নতা ও আখিরাতের দুর্দশা..... ৭৫
সতর্ক হও! সতর্ক হও!!..... ৭৬

Scanned with CamScanner

লেখক পরিচিতি

হাফিজ আবুল ফারাজ ইবনে রজব। তিনি ছিলেন একজন ইমাম ও হাফিজ। তার বংশ পরিচয়—যায়নুদ্দিন আবদুর রহমান ইবনে আহাদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আল-হাসান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবুল বারাকাত মাসুদ আস-সুলামি আল-হাম্বলি আল-দামেষ্কি। তার অন্য আরেক নাম ছিল আবুল ফারাজ। তার ডাক নাম ছিল ইবনে রজব। এটা ছিল তার দাদার ডাকনাম। যিনি রজব মাসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

তিনি বাগদাদে ৭৩৬ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। দার্শনিক ও ধর্মীয় জ্ঞানসম্পন্ন পরিবারে বেড়ে উঠেন। তিনি সোমবার রাত, ৪ঠা রামাদান ৭৯৫ হিজরিতে আল-হুমারিয়াহ, দামাস্কাসে মৃত্যুবরণ করেন।

তৎকালিন সবচেয়ে বিখ্যাত আলেমদের কাছ থেকে তিনি জ্ঞান অর্জন করেন। দামাস্কাসে তিনি ইবনুল কাইয়্যিম জাউযিয়্যাহ, যায়নুদ্দিন আল-ইরাকি, ইবনে আন-নাকিব, মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল আল-খাব্বায, দাউদ ইবনে ইব্রাহিম আল-আত্তার, ইবনে কাতি আল-জাবাল এবং আহমাদ ইবনে আবদুল হাদি আল-হাম্বলির তত্ত্বাবধানে শিক্ষালাভ করেন। মক্কাতে আল-ফাখর উসমান ইবনে ইউসুফ আল-নুয়াইরি, জেরুজালেমে আল-হাফিজ আল-আলাই, মিশরে সদরুদ্দিন আবুল ফাতহ্ আল-মাইদুমি ও নাসিরুদ্দিন ইবনে আল-মুলুকের কাছ থেকে তিনি কুরআনুল কারিম শুনেন।

জ্ঞানপিপাসু বহু ছাত্র তার কাছে থেকে শিক্ষালাভ করেছিলেন। তার ছাত্রদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলেন আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে আবু বকর ইবনে আলি আল-হাম্বলি, আবুল ফাদল আহমাদ ইবনে নাসর ইবনে আহমাদ; দাউদ ইবনে সুলাইমান আল-মাউসিলি, আব্দুর রহমান ইবনে আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-মুকরি; যায়নুদ্দিন আব্দুর রহমান ইবনে সুলাইমান ইবনে আবুল কারা; আবু যার আল-যারকাসি; আল কাদি আলাউদ্দিন ইবনে আল লাহাম আল-বালি এবং আহমাদ ইবনে সাইফুদ্দিন আল-হামাওয়ি।

Scanned with CamScanner

ইবনে রজব নিজেকে জ্ঞানার্জনের কাজেই মগ্ন রাখতেন। তিনি তার জীবনের একটা বিশাল সময় অতিবাহিত করেছেন গবেষণা, লেখালেখি, গ্রন্থ প্রণয়ন, শিক্ষকতা এবং বৈধ বিচারক হিসেবে।

তার বিশাল জ্ঞান, তপস্যা এবং হাম্বলি ফিকহের উপর তার দখল বহু আলেমদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। ইবনে কাদি সুহবাহ তার সম্পর্কে বলেন—"তিনি লেখাপড়া করে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় দক্ষতা লাভ করেছিলেন। তিনি নিজেকে মাযহাবের বিষয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত নিমগ্ন রেখেছিলেন যতক্ষণ না তিনি ঐ বিষয়ে পুরোপুরি দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি হাদিসের বাণী, ভুল-ত্রুটি এবং ব্যাখার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন।" [ইবনে ক্বাদি আল-শুহবাহ, তারিখ, ভলিউম- ৩; পৃষ্ঠা: ১৯৫]

ইবনে হাজার রহ. তার সম্পর্কে বলেন—"উলুমুল হাদিসের বিভিন্ন শাখা, যেমন—হাদিস বিবরনকারীদের নাম, তাদের জীবনী, তাদের বিবরনের ধারা এবং হাদিসের মর্মার্থ সতর্কতা সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে উচ্চতর দক্ষতা অর্জন করেছিলেন।" [ইবনে হাজার, ইনবাউল ঘামর, ভলিউম- ১, পৃষ্ঠা : ৪৬০]

ইবনে মুফলিহ তার সম্পর্কে বলেন, "তিনি একজন শাইখ, একজন বড় আলেম, হাফিজ, কঠোর তপস্বী, হাম্বলি ফিকহের শায়খ এবং বহু মূল্যবান বইয়ের লেখক।" [আল-মাক্বসাদ আল-আরশাদ, ভলিউম-২, পৃষ্ঠা : ৮১]

তিনি বহু বই লিখেছেন, তার মধ্যে কিছু আছে চোখে পড়ার মত যেমন—"আল কাওয়াইদ আল কুবরা ফিল ফুরু" যার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, "এটি এই যুগের একটি অন্যতম বিস্ময়।" [ইবনে আব্দুল হাদি, যাইল আলা তাবাকাত ইবনে রজব, পৃষ্ঠা : ৩৮]

বলা হয়ে থাকে সুনানু তিরমিযি সম্পর্কিত তার বিবরনী এ পর্যন্ত ইরাকের সমস্ত লিখনীগুলোর মধ্যে সর্বাধিক তথ্য সম্বলিত; তার সম্পর্কে ইবনে হাজার রহ. বলেছেন, "তিনি তার যুগের বিস্ময় ছিলো"। তিনি তার সাহায্য কামনা করতেন, যখন তিনি ঐ বইয়ের জন্য তথ্যাদি সংগ্রহ করছিলেন।

উপরন্তু বিভিন্ন হাদিসের ব্যাখ্যা সম্বলিত তার বহু মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে। যেমন- শরহে হাদিস মা যিবানি জাইয়ান উরসিলা ফি ঘানাম, ইখতিয়ার আলআওলা শরহে হাদিস ইখতিসাম আল-মালা আল-আলা, নুরুল

Scanned with CamScanner

ইক্তিবাস ফি শরহে ওয়াসিয়াহ আননাবী লি-ইবনে আব্বাস এবং কাশফুশ শুরবাহ ফি ওয়াস্ফি হালি আহিল গুরাবাহ।

তার ব্যাখামূলক কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে—তাফসিরে সুরা ইখলাস, তাফসিরে সুরা ফাতিহা, তাফসিরে সুরা নাসর এবং আল-ইস্তিঘনা বিল কুরআন।

হাদিস নিয়ে তিনি যেসব কাজ করেছে—শরহে ইলাল তিরমিযি, ফাতহুল বারি শরহে সহিহ আল বুখারি, জামিআল উলুম আল হিকাম।

ফিকহ শাস্ত্রে তিনি যেসব কাজ করেছেন—আল ইস্তিখরাজ ফি আহকাম আল-খারাজ এবং কাওয়ায়িদ আল-ফিকহিয়্যাহ।

জীবনী রচনার ক্ষেত্রে তার অমর কীর্তি—যাইল আলা তাবাকাতিল হানাবিলাহ।

তার বিভিন্ন কাজের মধ্যে অন্যতম প্রেরণাদায়ক লেখনী হচ্ছে—লাতাইফ আল মায়ারিফ এবং আত তাখউইফ মিনান-নার।

Scanned with CamScanner

ভূমিকা

অসীম ও পরম করুণাময় আল্লাহর নামে।

আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- لَنْ يُنَجِّيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ "তোমাদের আমল তোমাদের কারো রক্ষা করবে না।" তারা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! এমনকি আপনাকেও না?" তিনি উত্তর করলেন- وَلاَ أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَاغْدُوا وَرُوحُوا، وَشَيْءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ، وَالقَصْدَ القَصْدَ تَبْلُغُوا "আমাকেও না, যদি তিনি আমাকে তাঁর (আল্লাহ্‌র) দয়া দ্বারা আচ্ছাদিত না করেন। তোমরা দৃঢ়, অবিচল এবং মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো। এবং তোমরা তাঁর (আল্লাহ) ইবাদত করো দিনের শুরুতে, দিনের শেষে ও রাতের শেষাংশে। সংযম, সংযম! এর মাধ্যমেই তোমরা তোমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে।"[১]

তিনি এই হাদিসটি অন্যত্র বর্ণনা করেছেন অন্যভাবে-

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ.

"ধর্ম সহজ, যে এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করে সে ছাড়া আর কারো জন্য এটা কঠিন নয়; তাই দৃঢ়, অবিচল ও পরিমিতিবোধ সম্পন্ন হও; তাদের জন্য রয়েছে সুখবর। সকাল, সন্ধ্যা ও রাতের শেষাংশে ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করো।"[২]

তিনি আরো উল্লেখ করেন আয়েশা রা. হতে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، فَإِنَّهُ (لا يُدْخِلُ أَحَدًا الجَنَّةَ عَمَلُهُ.)

---

[১] সহিহ বুখারি : ৬৪৬৩।

[২] সহিহ বুখারি : ৩৯।

Scanned with CamScanner

"দৃঢ় অবিচল ও মধ্যমপন্থা অবলম্বনকারীদের জন্য সুখবর রয়েছে। নিশ্চয়ই শুধুমাত্র একজনের আমল তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না।" তারা জিজ্ঞাসা করলো- وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ "হে আল্লাহর রাসুল! আপনাকেও না?" তিনি উত্তর দিলেন- وَلاَ أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ "আমাকেও না, যদি আল্লাহ তায়ালা আমাকে তাঁর ক্ষমা ও দয়া দ্বারা আবৃত না করতেন।"[৩]

তিনি তাঁর (আয়েশা রা.) কাছ থেকে বর্ণিত অন্য হাদিসে উল্লেখ করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَاعْلَمُوا أَنْ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الجَنَّةَ، وَأَنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ.

"দৃঢ়, অবিচল ও মধ্যমপন্থা অবলম্বনকারী হও। জেনে রাখো, শুধুমাত্র তোমার আমল দিয়ে তুমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আল্লাহর কাছে ঐ সকল ইবাদত সবচেয়ে প্রিয়, যা একটানা ও বিরতিহীনভাবে করা হয়, যদিও তা সংখ্যায় কম হয়।"[৪]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পথে সফরের মূল বিষয়গুলোর সাথে সম্পর্কিত অসাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ সব বিধিবিধানের খুঁটিনাটি বর্ণনা লুকিয়ে রয়েছে এই হাদিসগুলোতে।[৫]

---

[৩] সহিহ বুখারি : ৬৪৬৭।

[৪] সহিহ বুখারি : ৬৪৬৪

[৫] আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "এমন একজন ব্যক্তি নেই, যার সৎকর্ম তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। 'তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, "হে আল্লাহর রাসুল! আপনিও নন?' তিনি উত্তর দিলেন, "আমিও না, যদি না আল্লাহ আমাকে তাঁর দয়া দ্বারা আচ্ছাদিত করেন।" (সহিহ মুসলিম : ২৮১৬ ও ৭১১৩)

তিনি আরো উল্লেখ করেন, জাবির রা. শুনেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের কারো সৎকর্মই তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে না

Scanned with CamScanner

প্রথম অধ্যায়
মহান বিধান

নীতিগতভাবে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষার জন্য মানুষের সৎকর্ম যথেষ্ট নয়, বরং আল্লাহর দয়া ও ক্ষমার মাধ্যমেই এটা সম্ভব। কুরআনুল কারিমের বহু জায়গায় এর স্বপক্ষে আয়াত আছে। যেমন তিনি বলেন, অতঃপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন-

فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ.

"আমি তোমাদের মধ্যে কর্মনিষ্ঠ কোন নর অথবা নারির কর্ম বিফল করি না; তোমরা একে অপরের অংশ। সুতরাং যারা হিজরত করেছে, নিজ গৃহ হতে উৎখাত হয়েছে, আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে, যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে; আমি তাদের পাপকাজগুলো অবশ্যই দূরীভূত করবো। অবশ্যই তাদেরকে দাখিল করবো জান্নাতে, যার পাদদেশে নদি প্রবাহিত। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরষ্কার। উত্তম পুরষ্কার আল্লাহরই নিকটে।"[৬]

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ.

"তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সংবাদ দিচ্ছেন স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, যেখানে আছে তাদের জন্য স্থায়ী সুখ-শান্তি।"[৭]

বা তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেনা, এমনকি আমাকেও না, যদি না আল্লাহ তাঁর দয়া প্রদর্শন করেন।" (সহিহ মুসলিম : ২৮১৬-৭১২১)
মুসনাদে আহমাদ : ১১৪৮৬ ।

[৬] সুরা আল ইমরান : ১৯৫।

[৭] সুরা তাওবা : ২১।

Scanned with CamScanner

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ.

"তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানতে। আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদি প্রবাহিত এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। এটাই মহাসাফল্য।"[৮]

সফলতা ও জান্নাতে প্রবেশাধিকার ক্ষমা এবং দয়ার সাথেই উল্লেখ করা হয়েছে, যা এটাই প্রমাণ করে যে, এগুলো ছাড়া জান্নাত অর্জন করা সম্ভব নয়।

কিছু সালাফিদের মতে, "আখিরাতে থাকবে আল্লাহর ক্ষমা, না হয় জাহান্নামের শাস্তি; আর এই দুনিয়া হলো আল্লাহর পক্ষ হতে হিদায়াহ অথবা ধ্বংস।"

মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসি মৃত্যুশয্যায় তার সাথিদের এই বলে আদেশ দেন— "তোমাদেরকে সালাম! তোমরা আগুনে পতিত হও, না হয় আল্লাহর পক্ষ হতে ক্ষমা অর্জন করো।"[৯]

আয়াত ও হাদিসে প্রত্যাবর্তন করার মর্মার্থ

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ.

"এটাই জান্নাত, তোমাদেরকে যার অধিকারী করা হয়েছে, তোমাদের কর্মের ফলস্বরূপ।"[১০]

---

[৮] সুরা সাফ : ১১-১২।
[৯] হিলইয়াতুল আউলিয়া, ভলিউম-২, পৃষ্ঠা : ৩৪৮।
[১০] সুরা যুখরুফ : ৭২

Scanned with CamScanner

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ.

"তাদেরকে বলা হবে পানাহার করো তৃপ্তির সঙ্গে, তোমরা অতিত দিনে যা করেছিলে তার বিনিময়ে।"[১১]

আলেমগণ এই বিষয়টি সম্পর্কে দুইটি ভিন্ন মতে বিভক্ত হয়েছেন।

১। আল্লাহর দয়ার সম্মতিতে জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে, কিন্তু জান্নাতে একজন ব্যক্তির অবস্থান ও মর্যাদা তার কৃতকর্মের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হবে।[১২]

ইবনে উয়াইনাহ রহ. বলেন-

كانوا يرون النجاة من النار بعفو الله ودخول الجنة بفضله واقتسام المنازل بالأعمال.

"তাদের মত হচ্ছে—আল্লাহর ক্ষমা আগুন হতে পরিত্রান দিবে। তাঁর অনুগ্রহে জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাওয়া যাবে। এবং জান্নাতে প্রত্যেকের মর্যাদা বণ্টন হবে তার কৃতকর্ম অনুসারে।"

২। তিনি তার বক্তব্যে যে বাক্য উল্লেখ করেছেন- بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ "তোমরা যা করেছো তার বিনিময়ে, আরো বলেছেন- أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ। "অতিত দিনগুলোতে তোমরা যা করেছো তার বিনিময়ে" এখানে ب ব্যবহৃত হয়েছে কারণসূচক (সাবাব) হিসেবে। কাজেই এর অর্থ হলো—মানুষের কৃতকর্মগুলোকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশের পাথেয় হিসেবে ধার্য করেছেন।

ب কে এখানে না-বোধকভাবে ব্যবহার করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- لن يدخل احد الجنة بعلمه "কেবলমাত্র আমল দিয়ে

---

[১১] সুরা হাককা : ২৪

[১২] ইবনে হাজার, ফাতহুল বারি, ভলিউম- ১১; পৃষ্ঠা : ২৯৫, ইবনে বাত্তালের মত হতে সংগৃহিত।

Scanned with CamScanner

একজন জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা।" বা এখানে ইঙ্গিত করছে তুলনা এবং ক্ষতিপূরণ (মুকাবালাহ) এবং একই মূল্যমানের দুইটি জিনিসের আদান-প্রদান معاوضة (মুয়াবিদাহ)[১৩]।

কাজেই এই হাদিসটির অর্থ দাঁড়ায়—কেউ তার কৃত সৎকর্মের শ্রেষ্ঠতার ভিত্তিতে জান্নাত পাবে না। কৃতকর্মের পুরষ্কারই জান্নাত—এমন ভ্রান্ত ধারণা এই ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে দূর হয়েছে। এমন ধারণা যে, একজন ব্যক্তি শুধুমাত্র তার কৃত সৎকর্মের ফলস্বরূপ আল্লাহর জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে; ঠিক যেমন একজন ক্রেতা কোন একটি প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য পরিশোধ করলেই বিক্রেতার কাছ থেকে তা পাওয়ার অধিকার অর্জন করে। এই ব্যাখ্যায় এটা পরিষ্কার যে, প্রকৃত প্রবেশাধিকার আসে আল্লাহর দয়া এবং অনুগ্রহ থেকে, এটাই হলো জান্নাতের প্রবেশের ভিত্তি।

অতএব, প্রকৃতপক্ষে জান্নাতে প্রবেশ করাটা নির্ভর করে আল্লাহর অনুগ্রহ, তাঁর ক্ষমা ও দয়ার উপর। তিনি হলেন সেই একক সত্তা, যে তার বান্দাকে রিযিক দেন এবং সেই রিযিকের পরিণতি দেন। সুতরাং জান্নাতে প্রবেশ তাদের নিজস্ব আমলের সরাসরি ফলাফল নয়। সহিহ হাদিসে উল্লেখ আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي.

"আল্লাহ তায়ালা জান্নাতকে বলেন, তুমি হলে আমার দয়া, আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তোমার মাধ্যমে দয়া প্রদর্শন করি।"[১৪]

গোলামের নাই তাঁর উপর কোন অধিকার, যে তারে দিতে হবে তাঁর প্রতিদান,
না, কখনোই না! তাঁর দৃষ্টিতে, কারো চেষ্টা হয় না বিফল।
যদি তারা পায় শাস্তি, সে হবে তার ন্যায়বিচার; যদি পায় স্বর্গসুখ,
তবে সে হবে তাঁর বদান্যতা; তিনিই দয়ালু, তিনিই মহান।

---

[১৩] এটি এমন একটি ব্যবসায়িক লেনদেনকে বুঝায় যেখানে একজন তার প্রয়োজনীয় একটি সামগ্রী কিনবে এবং তার বিনিময়ে সে সমমূল্য প্রদান করবে।

[১৪] সহিহ বুখারি : ৪৮৫০।

Scanned with CamScanner

"আলহামদুলিল্লাহ" সকল অনুগ্রহের সরবরাহকারী

হাবিব ইবনে আশ শহিদ রহ. বলেন-

الحمد لله ثمن كل نعمة، ولا اله الا الله ثمن الجنة.

"আলহামদুলিল্লাহ সকল অনুগ্রহের সরবরাহকারী আর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জান্নাতের সরবরাহক।" তিনি একে হাসান বলেছেন।

এই উক্তির মর্মার্থ বিশিষ্ট একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে, আনাস রা., আবু যর রা. এবং অন্যান্যদের কাছ থেকেও। যদিও এই হাদিসগুলোর ইসনাদ দুর্বল।[১৫]

নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা এই উক্তির মর্মার্থ সমর্থিত হয়েছে-

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের নিকট হতে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, আহত করে ও নিহত হয়। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে এই সম্পর্কে তাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রয়েছে। নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কে আছে? তোমরা যে সওদা করেছো সেই সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং এটাই তো মহাসাফল্য।"[১৬]

এখানে জান্নাতকে একজন ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তা ও তার বিত্ত-বৈভবের মজুদ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বদান্যতা, ক্ষমা, দয়া এবং উদারতা দ্বারা তাঁর বান্দাদের এমন এক পথের দিকে ডাকছেন যা তাদেরকে তাঁর আজ্ঞা পালনে অনুপ্রাণিত করবে, এক্ষেত্রে তিনি এর সাথে

---

[১৫] মুসনাদুল ফিরদাউস : ২৫৭৮। ইরাকি রহ. বলেন, এই তথ্যগুলোর প্রদানকারী হলেন ইবনে আদি ও মুস্তাগফিরি। এদের মধ্যে কেউ সত্য নয়।

[১৬] সুরা তাওবা : ১১১।

Scanned with CamScanner

এমন এক ভাষা ও ধ্যান ধারণাকে সম্পর্কিত করেছেন যেন তারা অনায়াসে বুঝতে পারে।

এক্ষেত্রে তিনি নিজেকে বসিয়েছেন একজন ক্রেতা ও ঋণীর স্থানে এবং তাদেরকে বসিয়েছেন বিক্রেতা ও ঋণদাতাদের স্থানে। এটাই তাদেরকে তাদের রবের ডাকে সাড়া দিতে সাহস যোগায় এবং দ্রুতবেগে তারা তাঁর আজ্ঞানুবর্তিতা গ্রহণ করে যেকোন উপায়েই হোক। বাস্তবিক পক্ষে সবকিছুর মালিক আল্লাহ এবং তাঁর অনুগ্রহ ও দয়া হতে প্রদত্ত। প্রত্যেক ব্যক্তি ও তার সম্পত্তির মালিকানা তাঁর। এই কারণেই চরম দুর্দশার সময় তিনি আমাদেরকে এই বলতে আদেশ করেন-

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

"যারা তাদের উপর বিপদ আপতিত হলে বলে, 'আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চতভাবে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।"[১৭]

তা সত্ত্বেও তিনি প্রশংসা করেন তাদেরকে—যারা তাদের জান ও মাল ব্যয় করে আল্লাহর রাস্তায়। তাদেরকে তিনি তুলনা করছেন বিক্রেতা ও ঋণদাতাদের সাথে। সুতরাং এরকম একজন মানুষকে তুলনা করা হয়েছে এমন একজন ব্যক্তির সাথে যার বিক্রি করার মত সম্পদ আছে এবং যার সম্পদ নেই তাকে ধার দেয়ার মত সামর্থ রাখে।

একইভাবে সমস্ত কার্য সংঘটিত হয় আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ার ফলস্বরূপ, তথাপি তিনি তাদের প্রশংসা করেন যারা এগুলো সম্পাদন করে। ঐ কর্মগুলো দ্বারা তাদেরকে গুণান্বিত করেন এবং তাদেরকে তাঁর অনুগ্রহের প্রতি বিনিময় ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য নির্ধারণ করেন।

অনুগ্রহ শব্দার্থের ব্যাখ্যা

আনাস রা. হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، إِلَّا كَانَ الَّذِي أَعْطَى أَفْضَلَ مِمَّا أَخَذَ.

---

[১৭] সুরা বাকারা : ১৫৬।

Scanned with CamScanner

"বান্দা 'আলহামদুলিল্লাহ' বলার কারণে আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে সকল অনুগ্রহ প্রদান করেন। মেনে নেওয়া যে, তিনি যা নিয়েছেন তা অপেক্ষা তিনি যা দিয়েছেন তা অধিক ভালো।"[১৮]

উমর ইবনে আব্দুল আজিজ এবং সালাফদের মধ্যে অন্যান্যরা এ হাদিসকে হাসান বলেছেন।

অতীত ও বর্তমানের অসংখ্য আলেমগণ এই হাদিসের মর্মার্থ নিয়ে সমস্যা তৈরি করেছেন, কিন্তু একে যদি পূর্বের আলোচনার আলোকে বুঝা যায় তাহলে এর অর্থ পরিষ্কার। হাদিসে উল্লিখিত অনুগ্রহ হচ্ছে দুনিয়াবী অনুগ্রহ এবং বাক্যের মাধ্যমে আল্লাহর প্রশংসা করা অন্যতম ধর্মীয় অনুগ্রহ।

দুনিয়াবী অনুগ্রহ অপেক্ষা ধর্মীয় অনুগ্রহ উত্তম। বান্দা আল্লাহর প্রশংসা স্পষ্ট করে উচ্চারণ করার কারণে আল্লাহ বান্দার উপর অনুগ্রহ আরোপ করেছেন, বান্দার এই মৌলিক অনুগ্রহের[১৯] জন্য আল্লাহ তাকে আরো উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন অনুগ্রহের জন্য বিবেচনা করছেন। এই কারণেই ব্যাখ্যায় উল্লিখিত হয়েছে, 'প্রশংসাসূচক আলহামদুলিল্লাহ তাঁর অনুগ্রহের জন্য উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত; তাঁর শাস্তি দমন করে; এবং তাঁর অতিরিক্ত সংযোজনের[২০] জন্য বিনিময় হিসেবে কাজ করে।'[২১]

---

[১৮] ইবনে মাজাহ : ৩৮০৫। ইমাম যাওওয়ায়েদ রহ. বলেন, হাদিসটির সনদ হাসান। ইমাম সুয়ুতি রহ. একই কথা বলেন, আদ দুররুল মানসুর, ভলিউম- ১, পৃষ্ঠা : ৩৪। সহিহ আত তারগিব : ১৫৭৩। শাইখ আলবানি একে হাসান বলেছেন।
'তিনি দিয়েছেন' প্রশংসাসূচক বাক্য, আর 'তিনি নিয়ে গেলেন' অনুগ্রহ সূচক বাক্য। সিন্দি, হাশিয়াহ আ'লা ইবনে মাজাহ, ভলিউম- ৪; পৃষ্ঠা : ২৫১।

[১৯] বাস্তবিক পক্ষে আল্লাহই উভয় নির্ধারণ করে থাকেন।

[২০] ইবনে হাজার রহ. বলেন, "এটি বিবৃত আছে যে জিবরাইল আ. আদম আ.-কে শিখিয়েছিলেন, প্রশংসাসূচক আল-হামদুলিল্লাহ তাঁর অনুগ্রহের জন্য উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত; তাঁর শাস্তি দমন করে; এবং তাঁর অতিরিক্ত সংযোজনের জন্য বিনিময় হিসেবে কাজ করে।" তারপর তিনি বলেন, 'প্রশংসাসূচক শব্দগুলোর মধ্যে অত্যন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন একটি শব্দ আমি আপনাকে শিখিয়েছি।' ইবনে আস সালাহ তার আলোচনায় বলেন, আল ওয়াসিত, যঈফ ইসনাদ, মুনকাতি। (তালিখিস আল হাবির, ভলিউম- ৪, পৃষ্ঠা : ১৭১)

[২১] আত তারগিব ওয়াত তারহিব : ২৪২৭।

Scanned with CamScanner

এই আলোকে বুঝা যায়, প্রশংসাসূচক বাক্যের উচ্চারণ হলো জান্নাতের জন্য মজুদস্বরূপ।

কর্ম ও জান্নাত উভয় আসে আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে

অতএব, আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ার দ্বারা বিশ্বাসী বান্দাদের জান্নাত এবং কর্ম নির্ধারিত হয়। এ কারণেই জান্নাতের অধিবাসীরা সেখানে প্রবেশ করেই বলবে-

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ.

".....তারা বলবে, প্রশংসা আল্লাহরই। যিনি আমাদেরকে এই পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ আমাদেরকে পথ না দেখালে আমরা কখনও পথ পেতাম না। আমাদের প্রতিপালকের রাসুলগণ তো সত্যবাণী এনেছিলেন...।"[২২]

যখন তারা স্বীকার করবে যে, তাদের জন্য জান্নাত নির্ধারিত হয়েছে আল্লাহর অনুগ্রহের দ্বারা এবং তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা তাদের মধ্যে ঐক্য নির্ধারণ করা হয়েছিলো মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে একটি বিহিত করার জন্য। এর অর্থ হলো তাঁর হিদায়াহ এবং তাঁর প্রশংসা করার পর তাদেরকে এই বলে পুরস্কৃত করা হবে-

أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ.

"....এবং তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে, তোমরা যা করতে তারই জন্য তোমাদেরকে এই জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে।"[২৩]

তাদের কৃতকর্মগুলোকে তাদের গুণ হিসেবে গণ্য করা হবে এবং সেগুলোর যথাযথ মূল্যায়ণ করা হবে।

---

[২২] সুরা আরাফ : ৪৩।
[২৩] সুরা আরাফ : ৪৩

Scanned with CamScanner

সার্বিকভাবে বিবেচনার পর কোন কোন সালাফ বলেন, "যখন কোন বান্দা গুণাহ করে এবং বলে, 'হে আল্লাহ! এটা তোমারই হুকুম!' তখন আল্লাহ বলবে, 'তুমিই সে—যে গুণাহ করলো এবং আমাকে অমান্য করলো!' এখন বান্দা যদি বলেন, 'হে আল্লাহ! আমি ভুল করেছি, গুণাহ করেছি এবং মন্দ কাজ করেছি!' তখন আল্লাহ এই বলে সাড়া দিবেন, 'আমি তোমার উপর এটা হুকুম করেছি, আমি তোমাকে ক্ষমা করবো।"

আল্লাহর ক্ষমা ও ন্যায়পরায়ণতার মধ্য দিয়ে আসে সুখ-দুঃখ

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী-

لَنْ يَدْخلَ اَحدٌ الجنة بعلَمِهِ.

"(শুধুমাত্র তোমাদের আমল তোমাদের কারো রক্ষা করবে না) অর্থাৎ আমলনামা একা কখনই একজনের জান্নাতে প্রবেশ করার কারণ হবে না।"

এগুলোর মর্মার্থ আরো ভালোভাবে বুঝা যাবে যখন এটা অনুধাবন করা সম্ভব হবে যে—সৎকর্মের পুরষ্কার বহুসংখ্যক গুণ বেড়ে যায় শুধুমাত্র মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর বদান্যতা ও অনুগ্রহের কারণে। তিনি যাকে ইচ্ছা সৎকর্মের জন্য পুরষ্কৃত করেন দশ হতে সাতশত গুণ পর্যন্ত। যদি তিনি সৎকর্মের পুরষ্কার সেই কর্মের সমান করতেন, যেমনটা তিনি করেছেন অসৎ কর্মের শাস্তির ক্ষেত্রে, তাহলে কখনই সৎকর্মের প্রতিদান অসৎ কর্মগুলোকে বাতিল করতে পারতো না এবং একজন ব্যক্তি নিঃসন্দেহে ধ্বংস হয়ে যেত।

সৎ আমলের বর্ণনা দিতে গিয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন-

ان كان وليا لله ففضل له مثقال ذرة ضاعفها الله له حتى يدخله بها الجنة، وان كان شقيا قال الملك : يا رب فنيت حسناته وبقي له طالبون كثير؟ قال: خذوا من سيئاتهم فأضيفوها الى سيئاته ثم صكوا له صكا الى النار.

"যদি একজন আল্লাহর ওলির পরমাণু পরিমাণ ভালো অবশিষ্ট থাকে, (পারস্পরিক হিসাব-নিকাশের পর) আল্লাহ তাকে বহুসংখ্যক গুণ বাড়িয়ে

Scanned with CamScanner

দিত—যেন সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে। যদি সে এমন একজন হয় যার জন্য দুঃখ দুর্দশা নির্ধারিত আছে, তখন ফেরেশতা বলে—'হে আল্লাহ! তার সৎ আমল শেষ হয়ে গিয়েছে, এখনও অনেক মানুষ আছে যারা ক্ষতিপূরণ চাইছে (পারস্পরিক হিসাব-নিকাশ)।' তিনি উত্তর দিবেন, 'তাদের গুণাহগুলো নাও এবং সেগুলো তার আমলনামায় যোগ করো, তারপর তাকে আগুনের তীব্র যন্ত্রণাকর জায়গার জন্য প্রস্তুত করো।"[২৪]

অতএব এটা পরিষ্কার যে আল্লাহ যাদেরকে সুখ দিতে ইচ্ছা করেন তাদের ভালো কাজ অনেক গুণ বাড়িয়ে দেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা কোন শাস্তির চুড়ান্ত ঋণ পরিশোধ (এমন কোন একজনকে যে পারস্পরিক হিসাব-নিকাশ চায়) শেষ করে; এবং এই সবকিছুর পরে যদি পরমাণু পরিমাণ ভালো অবশিষ্ট থাকে, আল্লাহ এটা বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিবেন, যতক্ষণ না সে এর দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করে। এই সবকিছু হবে তাঁর দয়া ও বদান্যতা দ্বারা! যেকোন উপায়ে হোক, আল্লাহ যে কারো জন্য দুঃখ-দুর্দশা নির্ধারণ করেছেন; তাদের ভালো কাজ ঐ পরিমাণ বৃদ্ধি করা হবে না যেন সে শাস্তির চুড়ান্ত ঋণ পরিশোধ করতে পারে। বরং দুইয়ের মধ্যে পরে উল্লিখিত ব্যক্তির দ্বারা সংঘটিত কোন একটি ভালো কাজকে দশগুণ করা হবে না, এগুলো তার দাবিদারদের মধ্যে ন্যায্যভাবে বণ্টন করে দেয়া হবে, যারা এগুলো গ্রহণ করতে সম্মত হবে। তখন পর্যন্ত যদি অবশিষ্ট অবিচারের জন্য আরো অতিরিক্ত পরিশোধ বাকি থাকে, তাহলে তাকে তাদের অসৎ কর্মগুলোর ভার তার আমলনামায় বহন করতে হয়, এটাই তার আগুনে প্রবেশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এটা তাঁরই ন্যায়বিচার।[২৫]

---

[২৪] কিতাবুয যুহদ : ১৪১৬; তাফসিরে তাবারি : ৫/৮৯-৯০, তাফসিরে ইবনে কাসির : ১/৪৯৮। ইমাম ইবনে আবু হাতিম রহ. বলেন, হাদিসটি সহিহ।

[২৫] আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কি জানো দেউলিয়া ব্যক্তি কে?" তারা বলল, "আমাদের মধ্যে সেই দেউলিয়া, যার সাথে কোন দিরহাম বা সম্পদ কিছুই নেই।" তিনি বলেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে দেউলিয়া ব্যক্তি হবে সে যে পুনরুত্থান দিবসে সালাত, সিয়াম এবং যাকাত নিয়ে আসবে, কিন্তু সে এই ব্যক্তিকে গালিগালাজ করেছে, সে ঐ ব্যক্তির সম্পর্কে অপবাদ দিয়েছে, অন্যায়ভাবে ঐ ব্যক্তির সম্পদ ভোগ করেছে, ঐ ব্যক্তির রক্তপাত ঘটিয়েছে এবং ঐ ব্যক্তিকে প্রহার করেছে। তাই তার সৎ কর্মগুলো ঐসব

Scanned with CamScanner

এই আলোকে ইয়াহইয়া ইবনে মুআজ রহ. বলেন—"যখন তিনি তাঁর অনুগ্রহ প্রসারিত করেন, তখন ঐ ব্যক্তির একটিও মন্দকাজ অবশিষ্ট থাকে না, যখন তার ন্যায়পরায়ণতা সামনে চলে আসে, ঐ ব্যক্তির একটিও সৎকর্ম অবশিষ্ট থাকে না।"[২৬]

সহিহ বুখারি এবং মুসলিমে উল্লেখ আছে—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যার আমলনামা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিক্ষা করা হবে, সে ধ্বংস হয়ে যাবে।"[২৭]

অন্য বর্ণনায় এসেছে "...শাস্তি দেয়া হবে।"[২৮] এবং অন্য আরেকটি বর্ণনায় এসেছে "...পরাভূত করা হবে।"[২৯]

আলি রা. হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "বনি ইসরাইলের নবিদের মধ্য হতে একজন নবিকে আল্লাহ জানিয়ে দেন—আপনার কওমের মধ্যে যারা আমাকে মান্য করে তাদেরকে বলুন, বিচারদিবসের জন্য তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের উপর অতিরিক্ত মাত্রায়

ব্যক্তিদের আমলনামায়যোগ হয়ে যাবে (পাল্টা দুর্ব্যবহারের নীতি অনুসারে) আর যদি তার সৎকর্মগুলো ঐসব ব্যক্তিদের আমলনামায় যোগ হয়ে যাবে (পাল্টা দুর্ব্যবহারের নীতি অনুসারে) আর যদি তার সৎকর্ম কম পড়ে যায় হিসাব মিলাতে গিয়ে, তাহলে তাদের অসৎ কর্মগুলো তার আমলনামায় যোগ হবে আর সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে।" (সহিহ মুসলিম : ২৫৮১/৬৫৭৯)

আবু হুরাইরা হতে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "বিচারদিবসে সবার সব হক ফিরিয়ে দেয়া হবে। এমনকি শিংবিহীন ছাগল, যাকে কিনা ভেড়া গুতো দিয়েছিলো সেও ন্যায়বিচার পাবে।" (সহিহ মুসলিম : ২৫৮২/৬৫৮০)

[২৬] হিলইয়াতুল আউলিয়া, ভলিউম- ১০, পৃষ্ঠা-৬৯, হাদিস : ১৪৫৯৩।

[২৭] সহিহ বুখারি : ৪৯৩৯; সহিহ মুসলিম : ২৮৭৬।

আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, আয়েশা রা. জিজ্ঞাসা করলেন, "আল্লাহ কি বলেন নাই, 'যার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে, তার হিসাব-নিকাশ সহজেই নেওয়া হবে।' [সুরা আল ইনশিকাক: ৭-৮] তিনি উত্তরে বলেন, 'ঐটা পরিক্ষা-নিরিক্ষা নয়, ঐটা হল উপস্থাপনা, যেই হোক না কেন আমলনামা পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিক্ষিত হলে শাস্তি পাবে।" (সহিহ বুখারি : ৬৫৩৭; সহিহ মুসলিম : ২৮৭৬/৭২২৭, ৭২২৮)

[২৮] সহিহ বুখারি : ৬৫৩৬; সহিহ মুসলিম : ২৮৭৬; সুনানু তিরমিযি : ৩৩৩৮।

[২৯] মুসতাদরাকে হাকিম : ৮৭২৮। ইমাম যাহাবি রহ. বলেন, এর ইসনাদ দুর্বল।

Scanned with CamScanner

ভরসা করো না, আমার বান্দাকে আমি শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছা করলে আমি তার আমলনামার নিষ্পত্তি করবো না তাকে শাস্তি না দেওয়া পর্যন্ত। আপনার উম্মতের মধ্যে যারা আমাকে অমান্য করে, তাদেরকে বলুন—তারা যেন হতাশ না হয়, কেননা আমি ইচ্ছা করলে অনেক বড় গুণাহ ক্ষমা করে দেই।"[৩০]

আব্দুল আজিজ ইবনে আবু রাওওয়াদ রা. বলেন, 'আল্লাহ দাউদ আ.-কে এই বলে উৎসাহিত করেন, "সুখবর দাও গুণাহগারদের আর সাদাকা দানকারীদের সতর্ক করো।" এটা বিস্ময়কর। দাউদ আ. বলেন, "হে আল্লাহ! আমি কেন গুণাহগারদের সুখবর আর সাদাকা দানকারীদের সতর্ক করবো?" তিনি উত্তর দিলেন, গুণাহগারদের এই সুখবর দিন যে, এমন কোন নিদারুণ গুণাহ আমি খুঁজে পাইনি যা ক্ষমার অযোগ্য[৩১] এবং তাদেরকে সতর্ক করুন যারা এমনভাবে সাদাকা দেয়, যে সাদাকা দেওয়ার পরেও আমি আমার বিচার ও রায়ের মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করে দিবো (এমনটা কখনই হবে না), তারা ছাড়া অন্যরা ধ্বংস হয়ে যাবে।[৩২]

ইবনে উয়াইনাহ রহ. বলেন, "সুবিবেচনা বলতে এখানে বুঝানো হয়েছে মন্দ কাজগুলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিক্ষা-নিরিক্ষার মধ্য দিয়ে এমনভাবে অতিক্রম করানো যেন কোনকিছু অবশিষ্ট না থাকে।"[৩৩]

ইবনে যায়েদ রহ. বলেন, "কঠিন হিসাব হলো সেটা, যেখানে কোন ক্ষমা[৩৪] নেই আর সহজ হিসাব হলো সেটা, যেখানে একজনের গুণাহগুলোকে ক্ষমা করা হয় এবং ভাল কাজগুলোকে গ্রহণ করা হয়।" [৩৫]

---

[৩০] হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৪/১৯৫। ইমাম আবু আব্দুর রহমান হাদিসটিকে গরীব বলেছেন। আল-আওসাত : ৪৮৪৪।

[৩১] এমনকি শিরক করে কেউ যদি অনুশোচনা করে।

[৩২] হিলইয়াতুল আউলিয়া : ৮/১৯৫।

[৩৩] আবু আল-জাওযা আয়াতটি সম্পর্কে বলেন, "...এবং ভয় করে কঠোর হিসাবকে।" [সুরা রাদ- ২১] 'এর অর্থ হলো একজনের কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হওয়া।' (ইবনে আবু শাইবা : ৩৫৬৪৪)

[৩৪] গুণাহকে উপেক্ষা করা।

[৩৫] আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন, "সহজ হিসাব' কি? [সুরা ইনশিকাক- ৮] যার উত্তরে তিনি বলেন,

Scanned with CamScanner

সবগুলো বিবরন থেকে দেখা যায়, ক্ষমাশীলতা, দয়া এবং ভুলত্রুটির উপেক্ষা ছাড়া বান্দা সফল হতে পারবে না। এখানে আরো দেখা যায়, বান্দা নিশ্চিতভাবে ধ্বংস হবে যদি আল্লাহ পুরোপুরি ন্যায়সঙ্গতভাবে বিহিত করেন।

আল্লাহর নিয়ামত কখনই পরিশোধযোগ্য নয়

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ.

"এরপর অবশ্যই তোমাদেরকে নিয়ামত সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে।"[৩৬৩৭]

এই আয়াত থেকে দেখা যায় বান্দাদের সেসব নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে যেগুলো তারা এই দুনিয়াতে ভোগ করেছে। এগুলো ভোগ করে তারা কি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছিলো, না করেনি? যার প্রয়োজন ছিলো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার প্রত্যেকটি নিয়ামতের জন্য (যেমন ভালো স্বাস্থ্য, সুস্থ মন, ভালো জীবিকা) সে অবশ্যই কৃতজ্ঞতা আদায় করেছে। তাছাড়া প্রত্যেকেরই আদ্যপান্ত পরিক্ষিত হবে। জেনে রাখা উচিত—তার সমস্ত সৎকর্ম একত্রে মিলে এসব নিয়ামতের কিছু সংখ্যকের ঋণও পরিশোধ করতে পারবে না। হতে পারে মানুষটি শাস্তির উপযুক্ত।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "বিচারদিবসে বান্দাদের একত্রিত করা হবে। তারা মহান ও

"একজন ব্যক্তির গুণাহগুলোকে তার সামনে উপস্থাপন করা হবে শুধুমাত্র সেগুলো উপেক্ষা করার জন্য। যার আমলনামা প্রশ্নবিদ্ধ হবে সে নিশ্চিতভাবে ধ্বংস হবে।" (তাফসিরে তাবারি : ৩৪৩৬১, ৩৬৭৩৮; মুসনাদে আহমাদ : ২৪২১৫, ২৫৫১৫) ইবনে হিব্বান : ৭৩৭২, ইবনে খুযায়মাহ : ৮৪৯; ইমাম যাহাবির সহমতে মুসতাদরাকে হাকিম : ৯৩৬ একে সহিহ বলেছেন।

[৩৬] সুরা তাকাসুর : ৮।

[৩৭] আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "বিচারদিবসে প্রথম যে জিনিস সম্পর্কে বান্দাকে জিজ্ঞাসা করা হবে তা হল—নিয়ামত। আল্লাহ তায়ালা বলবেন, আমি কি তোমাকে সুস্বাস্থ্য দেইনি? আমি কি তোমাকে পান করার জন্য ঠান্ডা পানি দেইনি?" (সুনানে তিরমিযি : ৩৩৫৮; ইবনে হিব্বান : ৭৩৬৪ এবং মুসতাদরাকে হাকিম : ৭২০৩; ইমাম যাহাবির সহমতে সহিহ বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

Scanned with CamScanner

সর্বশক্তিমান আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে। তিনি তার ফেরেশতাদের বলবেন, 'আমার বান্দার কৃতকর্মসমূহ এবং তার উপর আমার নিয়ামতসমূহের হিসাব করো।' তারা হিসাব করবে, অত:পর বলবে, 'তাকে আপনার পক্ষ থেকে যে নিয়ামতগুলো দেয়া হয়েছিলো এগুলোর সমষ্টি তার একটির সমানও নয়।' তখন তিনি বলবেন, 'তার ভালো কাজ ও মন্দকাজের হিসাব করো।' তারা হিসাব করবে। একই অবস্থা দেখবে, যার ফলে তিনি বলবেন, 'হে আমার বান্দা! আমি তোমার ভালো কাজগুলোকে গ্রহণ করেছি এবং মন্দ কাজগুলো ক্ষমা করে দিয়েছি। আমি তোমাকে আমার অনুগ্রহ দান করেছি।"[৩৮]

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "বিচারদিবসে একজন ব্যক্তিকে এত সৎকর্মসহ আল্লাহর সামনে হাজির করা হবে যে, সেগুলোকে একটি পাহাড়ের উপর স্থাপন করলে তা পাহাড়ের জন্য বোঝাস্বরূপ হয়ে যেতো! তারপর আল্লাহর অনেক নিয়ামতের মধ্যে একটিমাত্র নিয়ামতকে হাজির করা হবে। তা (আল্লাহর নিয়ামত) তার সমস্ত কৃতকর্মকে ধুলিস্যাৎ করে দিত, যদি আল্লাহ তায়ালা দয়া করে সেগুলোকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে না দিতেন।"[৩৯]

আনাস রা. থেকে বর্ণিত—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "বিচারদিবসে সৎকর্ম ও অসৎকর্মের পাশাপাশি অনুগ্রহকে অগ্রবর্তী করা হবে। আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহগুলোর মধ্যে শুধু একটি কথা বলবেন, 'তুমি তোমার ন্যায্য পাওনা তার ভালো কাজগুলো থেকে নিয়ে নাও'। এটা তার সমস্ত ভালো কাজকে নিয়ে যাবে।"[৪০]

তিনি আরো উল্লেখ করেন, ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ রহ. বলেন, 'এক বান্দা পঞ্চাশ বছর আল্লাহর ইবাদত করেছিলেন, আল্লাহ তাকে এই বলে অনুপ্রাণিত করেছিলেন যে, "আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।" বান্দা জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহ! আপনার ক্ষমা করার কি আছে? আমি তো কোন গুণাহ

---

[৩৮] খারাইতি- ৫৭; লেখক- জামি', ভলিউম- ২, পৃষ্ঠা- ৯ এ বলেন, এর ইসনাদ সংশয়িত।

[৩৯] মুজামুল কাবির : ১২/১৩৫৯৫; হায়সামি : ১০/৪২০। আইয়ুব ইবনে উতবাহ রহ. বলেন, হাদিসটি দুর্বল।

[৪০] ইবনে আবিদ দুনিয়া, পৃষ্ঠা- ২৪। ইমাম রজব হাম্বলী রহ. তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'জামিউল উলুমু ওয়াল হাকিম :২৪৩ পৃষ্ঠায় এর ইসনাদ দুর্বল বলেছেন।

Scanned with CamScanner

করি নাই!" অতঃপর আল্লাহ তার ঘাড়ের একটি শিরাকে হুকুম করলেন যন্ত্রণাদায়কভাবে স্পন্দন করতে, যেন সে ইবাদত করতে না পারে এবং ঘুমাতে না পারে। অচিরেই এটি ভালো হয়ে গেলো। একজন ফেরেশতা তার কাছে আসলো। লোকটি ফেরেশতাকে তার শিরা সম্পর্কে অভিযোগ করলো। ফেরেশতা তাকে বলল, 'মহান ও সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা বলেন—তোমার গত পঞ্চাশ বছরের ইবাদত তোমার ঐ শিরায় উপশমের সমান।"[৪১]

জাবির রা. হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, জিবরাইল আ. বলেন, "এক বান্দা পাহাড়ের উপরে এবং সমুদ্রের মধ্যে পাঁচশত বছর আল্লাহর ইবাদত করেছিলেন। এরপর সে আল্লাহর কাছে সিজদারত অবস্থায় মৃত্যু কামনা করলেন। প্রত্যেক উঠানামার সময় আমরা তাকে অতিক্রম করতাম আর আমরা লিখিত পেতাম যে বিচার দিবসে সে পুনরুত্থিত হবে এবং মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে। আল্লাহ বলবেন, 'আমার ক্ষমার উৎকর্ষে আমার বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও।' বান্দা বলবে, 'হে আমার পালনকর্তা! বরং আমার কৃতকর্মের উৎকর্ষে!' এই ঘটনা তিনবার ঘটবে। তারপর আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাদের বলবেন, 'তার কৃতকর্মের বিপরীতে আমার নিয়ামত হাজির কর'। তারা দেখবে যে, দৃষ্টিশক্তির নিয়ামত একাই তার পাঁচশত বছরের ইবাদতকে নিয়ে নিয়েছে। শরীরের অন্যান্য নিয়ামত এখনও বাকি আছে। তিনি বলবেন, 'আমার বান্দাকে আগুনে দাও।' তাকে টেনে হিঁচড়ে আগুনের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে আর সে আর্তনাদ করতে থাকবে এই বলে যে—'আপনার ক্ষমার উৎকর্ষে আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। আপনার ক্ষমার উৎকর্ষে আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান।' এরপর সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" জিবরাইল আ. এই বলে চলে গেলেন, "হে মুহাম্মাদ! সবকিছু আল্লাহর ক্ষমার কারণেই ঘটে।"[৪২]

পূর্বে যা কিছু সংঘটিত হয়েছে তার সবকিছু যারা বুঝবে তারা প্রত্যেকে নিজেরাই উপলব্ধি করবে—তার কৃতকর্ম যতই মহান হোক না কেন, তার

---

৪১ হিলইয়াতুল আউলিয়া, ভলিউম- ৪, পৃষ্ঠা- ৭০, হাদিস : ৪৭৮৪। ইবনে আবিদ দুনিয়া : ১৪৮।

৪২ মুসতাদরাকে হাকিম : ৭৬৩৭। যিনি একে সহিহ বলেছেন, কিন্তু ইমাম যাহাবি এই তথ্যটির সমালোচনা করেছেন এই বলে যে—এর একজন বর্ণনাকারীর উপর ভরসা করা যায় না।

Scanned with CamScanner

সফলতার জন্য যোগ্যতার ক্ষেত্রে এবং জান্নাতে প্রবেশের জন্য অথবা আগুন হতে নাজাতের জন্য পর্যাপ্ত নয়।[৪৩]

উদাহরণস্বরূপ সে আর কখনই তার কৃতকর্মের উপর মাত্রাতিরিক্ত ভরসা করবে না বা তাদের দ্বারা প্রভাবিত হবে না। এমনকি যদিও বা তা মহান ও বিস্ময়কর হয়। যদি এই ঘটনা হয় বহুসংখ্যক মহৎ কাজের অবস্থা। তাহলে বহুসংখ্যক তুচ্ছ কাজ নিয়ে একজনের কি ভাবা উচিত? এই ধরনের মানুষের তার ইবাদতের হীনতা বিবেচনা করা উচিত এবং অনুতাপ ও অনুশোচনার মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখা উচিত।

যেসব জিনিস বান্দার জানা কর্তব্য

বান্দার জন্য এসকল বিষয় ভালো করে হৃদয়ঙ্গম করে নেওয়া যে, বান্দার আমল যতই হোক না কেন সে আমলের মাধ্যমে আদৌ বান্দা মুক্তি লাভ করতে পারবে না। এমনকি বান্দার আমল জান্নাতে যাওয়া ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির কারণ হতে পারবে না।

বান্দা যখন এই বিষয়টা ভালো করে বুঝবে তখন সে পেরেশান ও হীন হয়ে যাবে। যদিও তার আমল অনেক সুন্দর হয়ে থাকে।

কিন্তু ঐ ব্যক্তির অবস্থা কেমন হবে, যার কোনো সুন্দর আমলই নেই? সুতরাং যার আমল কম তার এসব বিষয় নিয়ে ভাবা উচিত। এবং রবের দিকে প্রত্যাবর্তন করে তাওবা ও ইস্তিগফার করা কর্তব্য।

কৃতজ্ঞতা একটি বড় নিয়ামত

বহুসংখ্যক মহৎ কাজের অধিকারী যে তার সর্বদা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ব্যস্ত থাকা উচিত। বান্দাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সঙ্গতি দেয়া হল

---

[৪৩] মুহাম্মাদ ইবনে আবি আমিরাহ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "বান্দা তার জন্ম থেকে বৃদ্ধাবস্থায় মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি আনুগত্যসহ যদি সিজদারত অবস্থায় থাকতো, বিচার দিবসে সে তার গুরুত্বতা বিবেচনা করতে পারবে এবং সে আবার এই দুনিয়াতে ফেরত আসতে চাইবে যেন সে তার পুরষ্কার বৃদ্ধি করতে পারে।" (মুসনাদে আহমাদ : ১৭৬৫০; শাইখ আলবানি একে সহিহ বলেছেন, সহিহ আত তারগিব : ৩৫৯৭)

Scanned with CamScanner

আল্লাহর পক্ষ থেকে তার প্রতি অন্যতম বড় নিয়ামত। এটা তার উপর ফরয যে, সে কৃতজ্ঞতার সহিত এই কাজগুলো সম্পন্ন করবে এবং ন্যায্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অভাব উপলব্ধি করবে।

হায়্যিব ইবনুল ওয়ার্দ রহ.-কে যখন একটি বিশেষ কাজের প্রতিদান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন তিনি বললেন, 'এর প্রতিদান চেয়ো না, কিন্তু ঐ কাজ করার তৌফিক অর্জনের কারণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।"[৪৪]

আবু সুলাইমান রহ. বলতেন, 'একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কিভাবে তার কৃতকর্ম দ্বারা অভিভূত হতে পারে? কৃতকর্মগুলো হচ্ছে আল্লাহর অন্যতম নিয়ামত, বিনয় প্রদর্শন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যই এটা তার উপর অর্পণ করা হয়। কেবলমাত্র কাদেরিয়ারাই তাদের কৃতকর্ম দ্বারা অভিভূত হয়!

এরা হলো তারাই, যারা বিশ্বাস করে না মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তার বান্দার কর্ম নির্ধারণ করেন।

আমলই নাজাতের পথ নয়

যেদিন দাউদ আল-তাই মারা গেলেন সেদিন কতই না সুন্দর কথা বলেছেন আবু বকর আন নাহশালি। তার দাফনের পর ইবনে আল সাম্মাক দাঁড়িয়ে তার সৎকর্মগুলোর প্রশংসা করেন এবং নিজে কাঁদলেন ও উপস্থিত সকলকে কাঁদালেন। তিনি শপথ করে বললেন যে, তিনি যা বলেছেন তা সত্য বলেছেন...। আবু বকর আন নাহশালি দাঁড়িয়ে বললেন, 'হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করুন এবং তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করুন। তার কর্মের উপর তাকে ছেড়ে দিবেন না!'

যায়েদ ইবনে সাবিত রা. হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আল্লাহ যদি দুনিয়া ও জান্নাতের অধিবাসীদের শাস্তি দিতে চাইতেন, তাহলে তিনি যেকোন উপায়ে কোনরকম নিষ্ঠুরতা ছাড়াই তা করতে পারতেন। যদি তাদের প্রতি দয়া দেখাতে চান, তাহলে তাঁর দয়া তাদের কৃতকর্ম অপেক্ষা উত্তম।"[৪৫]

---

[৪৪] হিলইয়াতুল আউলিয়া, ভলিউম- ৮, পৃষ্ঠা : ১৫৫।

[৪৫] আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূপৃষ্ঠে কোন জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিনি নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাদেরকে

Scanned with CamScanner

জাবির রা. হতে বর্ণিত, নবিজির কাছে একজন লোক আসলেন এবং বললেন, 'পাপ! পাপ!' দুই-তিনবার একই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "বল, হে আল্লাহ! আপনার ক্ষমাশীলতা আমার পাপের চেয়ে সুবিশাল। আমি আমার কৃতকর্মের চেয়ে তার উপর বেশি আশা রাখি।" সে তাই বলল। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "আবার বল।" সে আবার বলল। তাকে পুনরায় বলতে হুকুম করা হলে সে আবারও বলল। তারপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "দাঁড়াও তোমাকে ক্ষমা করা হয়েছে।"[৪৬]

পাপের বিবেচনায় আমি ছিলাম প্রাচুর্যময়,
কিন্তু আমার রবের ক্ষমা তার চেয়ে বেশি প্রাচুর্যময়।
আমার কর্মের কাছে ছিল না কোন প্রত্যাশা,
তবে আল্লাহর দয়া আমাকে দিয়েছে প্রতিক্ষা।

আল্লাহর অনুগ্রহের স্বীকারোক্তি

নিজেদের মধ্যে এখন যে উন্নত নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেটাই এই কাজের পরিচিত। আগুন হতে নাজাত এবং জান্নাতে প্রবেশকে অপরিহার্য করে তোলা নয়, জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে উত্তরণকে অপরিহার্য করে তোলা। শুধুমাত্র আল্লাহর দয়া, অনুগ্রহ ও ক্ষমাশীলতার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে পারলে তা পাওয়া সম্ভব। এর জন্য এখন প্রয়োজন মুমিনদের স্বীয় কর্ম সম্পর্কে উচ্চ ধারনা ত্যাগ করা। এবং শুধুমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহ ও নিয়ামতের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনা।

একজন জ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো, 'কোন কাজটা উত্তম?' তিনি উত্তর দিলেন-

---

অবকাশ দিয়ে থাকেন। অতঃপর তাদের নির্দিষ্টকাল এসে গেলে আল্লাহ তো আছেন তাঁর বান্দাদের সম্যক দ্রষ্টা।" (সুরা ফাতির : ৪৫)

সুনানে আবু দাউদ : ৪৬৯৯; ইবনে মাজাহ : ৭৭। ইবনে হিব্বান : ৭২৭; শাইখ আলবানি একে সহিহ বলেছেন। সহিহ আল জামি : ৫২৪৪।

আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আল্লাহ যদি আমার ও ঈসার গুণাহ বিবেচনা করতেন, ন্যুনতম জুলুম না করে তিনি আমাদের শাস্তি দিতে পারতেন।" (ইবনে হিব্বান : ৬৫৯, ইবনে হিব্বান ও শাইখ আলবানি একে সহিহ বলেছেন। সহিহ আত তারগিব : ২৪৭৫)

[৪৬] মুসতাদরাকে হাকিম : ১৯৯৪। শাইখ আলবানি হাদিসটিকে যঈফ বলেছেন; যঈফ আল জামি : ৪১০১।

Scanned with CamScanner

'মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর অনুগ্রহ অনুধাবন করা।'
কোন উপায়ে পারো কিছু পরিমাণে দান করতে,
যোগসাজশ করবে সে অসাড়ের সাথে সুবিজ্ঞের।

আল্লাহর অনুগ্রহ স্বীকার করা

বান্দার হৃদয়ে যখন এই বিষয়টা স্থির হয়ে যাবে যে, নেক আমলের মাধ্যমে জান্নাতে যাওয়া এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির কারণ হতে পারবে না। জান্নাতের সবুজ মিনারে জান্নাতীদের সাথে থাকা ও রবের পবিত্র মুখ দর্শন করার জন্য একমাত্র রবের সীমাহীন দয়া ও রহমত থাকতে হবে। তাই মুমিনের জন্য নিজের নেক আমলের উপর একেবারে নির্ভর না করা। বরং রবের দয়া ও রহমত কামনা করা। তাইতো কোন বুজুর্গকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো 'কোন আমল উত্তম'? তিনি বলেছিলেন, রবের অনুগ্রহ।

তখন তিনি আবৃত্তি করেছিলেন-

তাকদির যখন বান্দার জন্য করে নসর (সাহায্য),
অক্ষমতাকেও পরিবর্তন করে দেয় বিচক্ষণ।

বান্দার নাজাত ও সফলতার পথ কি?

যখন সবকিছু বোধগম্য হয়, ইমানদার বান্দার জন্য এটা ফরজ। যে বান্দা আগুন থেকে নাজাত ও জান্নাতে প্রবেশ করতে চায়, যে তার প্রভুর নিকটবর্তী হতে চায়, তাঁর মুখ দর্শন করতে চায়, এসব পেতে হবে এমন এক উপায় গ্রহণ করে, যা অর্জন করবে আল্লাহর দয়া, অব্যাহতি, ক্ষমা, সন্তুষ্টি এবং ভালোবাসা। এই পথেই সে তাঁর বদান্যতা অর্জন করবে। আল্লাহর নির্ধারিত বিভিন্ন কর্মকান্ড করাই হল সেই পথ। শুধুমাত্র সেইসব কাজ যেগুলো তিনি তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নাজিল করেছেন, শুধুমাত্র ঐসব কর্মকান্ড—যার সম্পর্কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, তা আমাদেরকে আল্লাহর কাছাকাছি নিয়ে যাবে। ঐসব কর্মকান্ড, যা তিনি ভালোবাসেন এবং যা তাঁর সন্তুষ্টি ও ক্ষমা অর্জন করে। মহান আল্লাহ বলেন-

إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ.

Scanned with CamScanner

"...নিশ্চয়ই আল্লাহর অনুগ্রহ সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী।"[৪৭]

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ.

"... আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকি আর আমার দয়া, তা তো প্রত্যেক বস্তুতে ব্যাপ্ত। সুতরাং আমি তা তাদের জন্য নির্ধারিত করবো যারা তাকওয়া অবলম্বন করে...।"[৪৮]

সুতরাং একজন বান্দার উপর এটা ফরজ যে, সে তাকওয়ার[৪৯] ঐসকল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং ধার্মিকতা খুঁজে বের করবে, যা আল্লাহ তাঁর কুরআনে অথবা তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নাজিল করেছেন। তিনি যেসব আমল করেছেন এসব আমল করার মাধ্যমে সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া। একজন মুমিনের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য এছাড়া আর কোন উপায় নেই।

---

[৪৭] সুরা আরাফ : ৫৬।

[৪৮] সুরা আরাফ : ১৫৬।

[৪৯] তালক ইবনে হাবিবকে তাকওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'এটা এমন যে তুমি আল্লাহকে মান্য করো আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়ে, আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরষ্কার পাওয়ার আশায়। আল্লাহর অবাধ্যতা ত্যাগ করো আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়ে, আল্লাহর শাস্তির ভয় পেয়ে।'
ইবনুল মুবারক, আয যুহুদ : ৪৭৩-তে সহিহ ইসনাদসহ উল্লেখ করেছেন।
ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন, 'তাকওয়া সম্পর্কিত সবচেয়ে ভালো সংজ্ঞা হলো নিশ্চয়ই প্রত্যেকটি কাজ শুরুর একটি কারণ ও উদ্দেশ্য থাকতে হবে। আল্লাহর প্রতি আজ্ঞানুবর্তিতা ও তাঁর নিকটবর্তী হওয়ার কারণ কখনই আমল হিসেবে গণ্য হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না এর শুরুর অগ্রভাগ ও কারণ হবে নিখাঁদ বিশ্বাস, না অভ্যাস, না আকাঙ্খাভিত্তিক, না প্রশংসা ও অবস্থানের আশায়, না এই ধরনের অন্যকিছু। এর উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহর পুরষ্কার ও তাঁর সন্তুষ্টি, এটাই ইহতিসাব এর সংজ্ঞা। এই কারণেই মাঝে মাঝে আমরা এই দুইটি বুনিয়াদের যুগল দেখতে পাই, যেমন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ঈমানের সাথে রমাদানের সিয়াম পালন করবে এবং ইহতিসাব...।" (আর রিসালাহ আত তাবুকিয়্যাহ, পৃষ্ঠা : ২৭)
তার বক্তব্য 'আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়ে' প্রথম বুনিয়াদ ঈমানকে ইঙ্গিত করে। তার বক্তব্য, 'আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরষ্কার আশা করা' দ্বিতীয় বুনিয়াদ ইহতিসাবকে ইঙ্গিত করে।'

Scanned with CamScanner

দ্বিতীয় অধ্যায়

আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল

গ্রন্থের শুরুতে হযরত আয়েশা রা. ও আবু হুরায়রা রা. হতে দুটি হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে, যেখানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আল্লাহর সবচেয়ে পছন্দনীয় কাজের নির্দেশনা দিয়েছেন। এগুলো হলো-

১। ঐসব ইবাদত—যা অধ্যবসায়ের সাথে একটানা করা হয়, যদিও তা সংখ্যাই কম হয়। এটাই হলো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর স্ত্রীগণ এবং তাঁর পরিবারের আমলের বিবরন। তিনি আমলের বিচ্ছিন্নতাকে নিষেধ করতেন এই বলে যে, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ইবনুল আস রা. বলতেন- "অমুক এবং অমুক এর মত হয়ো না—যে রাতে সালাত পড়তে থাকে, অত:পর ছেড়ে দেয়।"[৫০]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমাদের কারো দোআর উত্তর দেওয়া হবে যতদিন কেউ তাড়াহুড়া না করবে এবং অধৈর্য না হবে এই বলে যে, 'আমি দোআর পর দোআ করলাম কিন্তু কোন উত্তর পাইনি।' তাই সে হতাশ হয়ে পড়ে এবং দোআ করা ছেড়ে দেয়।"[৫১]

আল-হাসান রহ. বলেন, "যখন শয়তান দেখে আপনি মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের ক্ষেত্রে অধ্যবসায়ী, তখন সে আপনাকে বিপথগামী করার আপ্রাণ চেষ্টা করবে; যদি সে এরপরও আপনাকে অধ্যবসায়ী পায়, তাহলে সে চেষ্টা ছেড়ে দিবে এবং আপনাকে ত্যাগ করবে। কিন্তু, যদি সে আপনাকে এটা-ওটার মধ্যে পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন করতে দেখে, সে আপনার ভিতর আশা খুঁজে পাবে।"

২। ঐসব ইবাদত যা করা হয় অটলতা, ভারসাম্য আর আরামের সাথে, যা কষ্টকর পরিণতি ও অযৌক্তিক সংগ্রাম বিরোধি। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন-

---

[৫০] সহিহ বুখারি : ১১৫২; সহিহ মুসলিম : ১১৫৯/২৭৩৩।
[৫১] সহিহ বুখারি : ৬৩৪০; সহিহ মুসলিম: ২৭৩৫/৬৯৩৪-৬৯৩৬।

Scanned with CamScanner

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.

"... আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ, তা চান; যা তোমাদের জন্য কষ্টকর, তা চান না... ।"[৫২]

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন-

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ.

"আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে অসুবিধায় ফেলতে চান না।"

তিনি আরও বলেন-

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.

"... তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি।"[৫৩]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, "বাস্তবিক বিষয়গুলোকে সহজ করো। এগুলোকে কঠিন করে তুলো না।"[৫৪]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "বাস্তবিক বিষয়গুলোকে সহজ করার জন্য তোমাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে, এগুলোকে কঠিন করে তোলার জন্য তোমাদেরকে পাঠানো হয়নি।"[৫৫]

ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো—'আল্লাহর নিকট প্রিয় ধর্ম কি?' তিনি উত্তর দিলেন, "সহজ ও স্বাভাবিক ধর্ম।"[৫৬]

---

[৫২] সুরা বাকারা : ১৮৫।
[৫৩] সুরা হাজ্জ : ৭৮।
[৫৪] সহিহ বুখারি : ৩০৩৮; সহিহ মুসলিম : ১৭৩২/৪৫২৫-৪৫২৬।
[৫৫] সহিহ বুখারি : ২২০; সুনানে আবু দাউদ : ৩৮০।
[৫৬] মুসনাদে আহমাদ : ২১০৭; আল জামি : ১/৬০।

Scanned with CamScanner

মিহজান ইবনে আল-আদরা হতে মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে, একজন লোককে সালাতরত অবস্থায় দাঁড়ানো দেখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি তাকে সত্যবাদী মনে করেন?" বলা হয়—'আল্লাহর রাসুল! তিনি অমুক এবং অমুক, তিনি মদিনার সবচেয়ে উত্তম বাসিন্দা। তিনি সালাত আদায়কারীদের মধ্যে বেশি নিয়মিত!' তিনি বললেন, "তাকে শুনতে দিও না, পাছে তুমি তাকে ধ্বংস করে দাও।[৫৭] (এই কথা তিনি দুই-তিনবার বললেন) তোমরা হলে সেই উম্মত যাদের কাছ থেকে শান্তি কাম্য।"[৫৮]

অন্য বর্ণনায় কথাটা এভাবে এসেছে, "তোমার ধর্মের সবচেয়ে সহজ দিকটি হলো এর সবচেয়ে ভালো দিক।"[৫৯]

শায়খ সিন্দি রহ. বলেন, 'ইব্রাহিমের ধর্মে আল-হানাফিয়্যাহ একটি আরোপন এবং এখানে ইসলাম ধর্মকে বুঝানো হয়েছে, যা নাজিল করা হয়েছে আমাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে, যার সাথে ইব্রাহিমের ধর্মের গোড়াপত্তন এবং বহু সম্পূরক বিষয়সমূহের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। আরবদের ভাষায় হানিফ হলো সেই ব্যক্তি যে ইব্রাহিমের ধর্ম অনুসরণ করতো। আল-সামহাহ বলতে এমন কিছুকে বুঝায় যা নিজে খুব সহজ এবং সন্ন্যাসবাদের মত কারো জন্য বোঝাস্বরূপ নয়।'
আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আমাকে সহজ ধর্ম দিয়ে পাঠানো হয়েছে।" (মুসনাদে আহমাদ : ২৪৮৫৫)

[৫৭] আবু মুসা রা. হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজনকে অতিরিক্তভাবে আরেকজনের প্রশংসা করতে শুনে বললেন, "তুমি তার মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিয়েছো!" (সহিহ বুখারি : ২৬৬৩-৬০৬০)
ইবনে উমার রা. হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যদি তুমি তাদেরকে প্রশংসা করতে দেখো, তাদের মুখে ধুলা ছুঁড়ে মারো।" (মুসনাদে আহমাদ : ৫৬৮৪। ইবনে হিব্বান : ৫৭৭০।

[৫৮] 'তোমরা হলে সেই উম্মত, যাদের কাছ থেকে শান্তি কাম্য' বলতে বুঝায় ইবাদতের ক্ষেত্রে তোমাদের চরমপন্থি হবার প্রয়োজন নেই। যে ব্যক্তি এমন আমল করবে তার প্রশংসাও করা উচিত নয়, বরং মধ্যমপন্থা অধিক উপযুক্ত। (মুসনাদে আহমাদ : ২০৩৪৭। হাইসামি, ভলিউম- ৩, পৃষ্ঠা: ৩০৮-৩১০, ভলিউম- ৪, পৃষ্ঠা: ১৫-এ একে সহিহ বলেছেন)

[৫৯] এর অর্থ হলো আমলের ক্ষেত্রে চরমপন্থি না হয়ে মধ্যমপন্থি হওয়া উচিত। মুসনাদে আহমাদ : ১৮৯৭৬।

Scanned with CamScanner

কথাটি অন্য আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, "অতিরিক্ত পরিক্ষা-নিরীক্ষা ও তা অতিক্রমের চেষ্টা করে তুমি বিষয়টি রপ্ত করতে পারবে না।"[৬০]

হুমায়দ ইবনে যানজাবিয়াহ রহ. এই হাদিসটি উল্লেখ করেন এবং তার বিবরনে সংযোজন করেন, "... এমন আমল করো, যা তুমি ধারন করার সামর্থ রাখো, কারণ আল্লাহ (তোমার প্রতিদান) দিতে ক্ষান্ত হন না, যতক্ষণ না তুমি ক্লান্ত হও এবং ত্যাগ করো। তোমার জন্য রয়েছে সকাল, সন্ধ্যা ও রাতের শেষ ভাগ—আল্লাহর ইবাদত করার জন্য।"[৬১]

বুরাইদাহ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি শুধুমাত্র রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখতে পেলাম। তাঁর সাথে যোগ দিলাম। আমরা আমাদের সামনে একজন লোককে অনেক সালাত পড়তে দেখলাম, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কি মনে হয় সে জাহির করছে?" আমি বললাম, "আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সবচেয়ে ভালো জানেন।" তিনি আমার কাছ থেকে হাত ছাড়িয়ে নিলেন এই দুই হাত একত্রিত করে তা উপর-নিচ করলেন আর বললেন, "মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো, কারণ যে কেউ এই ধর্মকে কঠিন করে তুলবে সে তাকে এর মধ্যে বিধ্বস্ত অবস্থায় খুঁজে পাবে।"[৬২]

মুরসাল তথ্য হিসেবেও এই হাদিসটি বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা হয় যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "এই ব্যক্তি কঠিন পথ বেছে নিয়েছে, সহজ পথ নয়।" অতঃপর তিনি লোকটির বুকে ধাক্কা দিলেন এবং চলে গেলেন। ঐ লোককে আর কোনদিন মসজিদে দেখা যায়নি।"[৬৩]

---

[৬০] আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "ধর্ম সহজ, কেউ তাকে কঠিন করে না, নতুবা এটা তাকে ছেয়ে যাবে। তাই দৃঢ়, অবিচল ও মধ্যপন্থি হও..."। (মুসনাদে আহমাদ : ১৮৯৭১; সহিহ বুখারি : ৩৯)

[৬১] এই হাদিসের প্রথম অংশ সহিহ বুখারিতে : ৪৩ ও ১১৫১ নং আছে।

[৬২] মুসনাদে আহমাদ : ১৯৭৮৬ ও ২২৯৬৩।
ইবনে খুযায়মাহ : ১১৭৯, মুসতাদরাকে হাকিম : ১১৭৬, যাহাবির সহমতে একে সহিহ বলেছেন।

[৬৩] আনাস ইবনে মালিক রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "এটি শক্তিশালী ধর্ম, তাই শান্তভাবে এর আদ্যোপ্রান্ত ভ্রমণ করো।" (মুসনাদে আহমাদ : ১৩০৫২)

Scanned with CamScanner

যারা অনবরত সন্ন্যাসী জীবনযাপন করতে, সারারাত সালাত পড়তে, প্রতিদিন সিয়াম রাখতে, প্রতিরাতে সম্পূর্ণ কুরআন পড়তে যেমন পড়তেন আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা., উসমান ইবনে মাযু'ন রা., আল-মিকদাদ রা. এবং অন্যান্যরা; তাদের বিষয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপত্তি করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "... আমি সিয়াম পালন করি এবং ভঙ্গ করি; আমি রাতে সালাত পড়ি ও ঘুমাই এবং আমি বিয়ে করি—যে আমার সুন্নাহ থেকে সরে যাবে সে আমার অন্তর্ভূক্ত না।"[৬৪]

পরিশেষে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে উমরকে প্রতি সাতদিনে একবার কুরআন তিলাওয়াত করার পরামর্শ দেন। একটি বর্ণনায় উল্লেখ আছে, তিনি প্রতি তিনদিনে সম্পূর্ণ কুরআন তিলাওয়াত করার পরামর্শ দেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

"যে ব্যক্তি তিনদিনের কমে এটি তিলাওয়াত করবে সে এটা বুঝেনি।" সবশেষে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিয়াম সম্পর্কে তাকে পরামর্শ দিতে গিয়ে দাউদ আ.-এর সিয়াম নিয়ে বলেন, "এর থেকে উত্তম আর কোন সিয়াম নেই।" রাতের সালাত সম্পর্কে পরামর্শ দিতে গিয়ে দাউদ আ.-এর সালাতের কথা উল্লেখ করেন।[৬৫]

তিনি আরো উল্লেখ করেন, ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "ধর্ম নিয়ে চরমপন্থার বিষয়ে সতর্ক হও, কেননা এই কারণেই তোমাদের পূর্ববতীগণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো।" (মুসনাদে আহমাদ : ১৮৫১)

[৬৪] সুনানে আবু দাউদ : ১৩৬৯।

[৬৫] সহিহ বুখারি : ৫০৫২; সহিহ মুসলিম : ১১৫৭।
আবু দাউদের সিয়াম হলো একদিন বাদে একদিন সিয়াম রাখা। আবু দাউদের রাতের সালাত হলো অর্ধেক রাত ঘুমানো, পরের তিন ভাগের একভাগে সালাত পড়া এবং পরের ছয় ভাগের একভাগে ঘুমানো।

Scanned with CamScanner

তৃতীয় অধ্যায়

"সাদ্দিদু ওয়া ক্বরিবু" এর অর্থ

আবু হুরায়রা রা. ও আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদিস- "দৃঢ় অবিচল ও মধ্যমপন্থি হও।"

সাদ্দিদু অর্থ বুঝায় দৃঢ়তা এবং সহিষ্ণুতার সাথে আমল করা। এর অর্থ হলো ইবাদতের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা। একজনের উপর যা কিছু ফরজ করা তা ত্যাগ করে অসম্পূর্ণ না থাকা বা একজন যতটুকু বহন করতে পারে তার থেকে বেশি ভার না নেওয়া। নাদর ইবনে শুমায়েল রহ. বলেন, 'আল-সাদ্দাদ বলতে বুঝায় ধর্মপালনে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা।'

অনুরূপ, ক্বরিবু একই অর্থ বুঝায় অসম্পূর্ণতা ও বাড়াবাড়ি এই দুইয়ের মাঝে পথ বেছে নেওয়া। দুইটি শব্দ অভিন্ন এবং অনুরূপ অর্থ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য আরেকটি বর্ণনায় এটা বুঝাতে চেয়েছেন, "মধ্যম পথকে আঁকড়ে ধরো।"

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্য- "...যাদের জন্য রয়েছে সুখবর" বলতে বুঝায়—যে কেউ দৃঢ়তা ও মধ্যমপথে আল্লাহকে মান্য করবে, তার জন্য রয়েছে সুখবর। কারণ, সে তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে এবং তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে, যে তার কর্মসাধনের জন্য মহান প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। দৃঢ়তা এবং মধ্যমপথ হলো অন্য সকল পথ থেকে ভালো; অন্যক্ষেত্রে কঠিন সংগ্রামের চেয়ে সুন্নাহ অনুসরনে মধ্যমপন্থি হওয়া ভালো; "মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পথনির্দেশই উত্তম পথনির্দেশ।"[৬৬]

যে কেউ তার পথ অনুসরণ করলে অন্য যেকোন পথের চেয়ে আল্লাহকে সে বেশি কাছাকাছি পাবে। অনেক বেশি বাহ্যিক আমল করে পুণ্য অর্জন সম্ভব নয়, বরং এটা অর্জন করা সম্ভব আল্লাহর প্রতি ইখলাসপূর্ণ আমল ও সুন্নাহ মোতাবেক সেগুলোর সঠিকায়ন এবং অন্তরের জ্ঞান ও আমলের মাধ্যমে।

---

[৬৬] সহিহ মুসলিম : ৮৬৭, ২০০৫।

Scanned with CamScanner

যার আল্লাহ, তাঁর ধর্ম এবং তাঁর হুকুম-আহকাম সম্পর্কে বেশি জ্ঞান আছে, তারই তাঁর সম্পর্কে ভয়, ভরসা ও ভালোবাসা রয়েছে অন্য একজনের চেয়ে বেশি—যে ঐ জ্ঞান অর্জন করতে পারে নাই। যদিও দ্বিতীয় ব্যক্তি বাহ্যিক আমল বেশি করে। এই ধারনাটি নেওয়া হয়েছে আয়েশা রা.-এর হাদিস থেকে-

"দৃঢ়, অবিচল ও মধ্যমপন্থি হও, যাদের জন্য সুসংবাদ আছে। নিশ্চয়ই শুধুমাত্র আমল একজনের জান্নাতে প্রবেশের কারণ হবে না। আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল হচ্ছে সেটা, যা একটানা এবং অধ্যবসায়ের সাথে করা হয়, যদিও তা সংখ্যায় কম।"[৬৭]

অতএব তিনি আমলের ক্ষেত্রে আমাদেরকে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে আদেশ করেছেন এবং জ্ঞানের সাথে এর সমন্বয় ঘটাতে বলেছেন, যা আল্লাহর কাছে সবচে' পছন্দনীয় আমল এবং তিনি আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন শুধুমাত্র আমল একজনের জান্নাতে প্রবেশের কারণ হবে না।

যেসব কারণে সাহাবায়ে কেরাম শ্রেষ্ঠ হয়েছেন

এটা এই কারণে যে, কিছু সালাফ বলেন, 'অনেক বেশি সিয়াম বা সালাতের গুণে আবু বকর রা. তোমাদেরকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি, বরং এমনকিছু তার অন্তরের শিকড়ে ছিলো, যার কারণে সে তোমাদের ছাড়িয়ে গেছে।'[৬৮]

তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, 'আবু বকর রা.-এর অন্তরে যা ছিল তার অর্থ হলো আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা এবং তাঁর বান্দার প্রতি ইখলাস।'

কিছু জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন—'এমন কেউ নেই যে ঐরকম উচ্চপর্যায়ে পৌঁছিয়েছে প্রচুর সিয়াম ও সালাতের মাধ্যমে, বরং আত্মার উদারতা, অন্তরের সৌন্দর্য এবং উম্মাহর প্রতি আন্তরিকতার ঐ স্থানে পৌঁছেছে'।

কেউ কেউ এর সাথে যোগ করেছেন—'নিজেদের আত্মার সমালোচনা।' তাদের মধ্যে একজন বলেছেন, 'তাদের মর্যাদার পার্থক্য নিহিত রয়েছে তাদের লক্ষ্যবস্তু ও নিয়তের ভিতর। সালাত ও সিয়ামের ভিতর নয়।'

---

[৬৭] সহিহ বুখারি : ৬৪৬৪।

[৬৮] হাকিম আত তিরমিযি, আন-নাওয়াদির বকর ইবনে আব্দুল্লাহ আল-মুনাযির রহ.-এর বক্তব্য হিসেবে।

Scanned with CamScanner

ইসরাইলের অধিবাসীদের দীর্ঘ জীবন এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে তাদের মহৎ প্রচেষ্টা সম্পর্কে আবু সুলাইমান রহ. উল্লেখ করেন, তিনি বলেন, 'আল্লাহ তোমার কাছ থেকে চায় সত্যিকার নিয়ত, যা তাঁর জন্য থাকে।'

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. তার সাথীদের বলেন, 'তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবাদের চেয়ে বেশি সিয়াম পালন করো ও সালাত পড়ো, কিন্তু তারা তোমাদের চেয়ে উত্তম।' তারা জিজ্ঞাসা করলো, 'তা কিভাবে'? তিনি উত্তর দিলেন, 'তারা তোমাদের চেয়ে এই দুনিয়ার ব্যাপারে অনেক বেশি সংযমী এবং আখিরাতের ব্যাপারে উচ্চভিলাষী ছিলো।'[৬৯]

অতঃপর তিনি ইঙ্গিত করলেন—সাহাবাদের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে আখিরাতের সাথে তাদের হৃদয়ের সংযোগের উপর, তার প্রতি তাদের আকাঙ্খা, এই দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়ে যাওয়া ও তা নিয়ে তাদের অল্প চিন্তাভাবনা, যদিও তা তাদের জন্য সহজেই প্রাপ্য ছিল। তাদের হৃদয় ছিলো দুনিয়াশূণ্য ও আখিরাতে পূর্ণ। এটাই তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন একজনই—যার হৃদয় ছিলো সবচেয়ে বেশি দুনিয়া বর্জিত ও আল্লাহর সাথে সংযুক্ত। আখিরাত ছিলো যার আবাসস্থল, তা সত্ত্বেও সৃষ্টিকুলের সাথে বাহ্যিকভাবে পারস্পরিক কর্মকান্ড সম্পাদন, নবুওয়াতের দায়িত্বসমূহ পূর্ণভাবে পালন এবং ধর্মীয় ও দুনিয়াবী রাজনীতি বাস্তবায়ন।

এটা ছিলো খুলাফা রাষ্ট্র—যারা তার পরবর্তী সময়ে এসেছিলেন এবং তাদেরকে যারা ধার্মিকতার ক্ষেত্রে অনুসরণ করেছেন। যেমন আল-হাসান ও উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহ.। তাদের সময় এমন অনেক লোক ছিলো যারা তাদের চেয়ে অনেক বেশি সিয়াম পালন করতেন এবং সালাত আদায় করতেন। কিন্তু তাদের হৃদয় দুনিয়া ত্যাগ, আখিরাতের দিকে ছুটে যাওয়া ও সেখানে বসতি স্থাপনের আকাঙ্ক্ষার যে স্তরে তারা উঠে গিয়েছিলো সেখানে অন্যরা পৌঁছতে পারেনি।

---

[৬৯] কিতাবুয যুহদ : ৫০১; শুয়াবুল ইমান : ৭/৩৭৪।

Scanned with CamScanner

একটি মহৎ নীতি

মানুষদের মধ্যে তারাই উত্তম, যারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পথ এবং তার সাহাবাদের প্রতিভা অনুসরণ করেছে। যেমন ইবাদতের শারিরীক আমলের ক্ষেত্রে তারা ছিলেন মধ্যমপন্থি। অন্তরের হালচাল ও কাজ-কারবার শুদ্ধ করার ব্যাপারে তারা সংগ্রাম করেছেন। কারণ শারীরিক সফর নয়, অন্তরের সফর দ্বারাই আখিরাতের যাত্রা সংক্ষিপ্ত করা সম্ভব।

গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি

এক জ্ঞানী ব্যক্তির কাছে একজন লোক এসে বলল, 'আমি অনেক সফর করেছি, আপনার কাছে পৌঁছতে অনেক কষ্ট হয়েছে।' তিনি উত্তর দিলেন, 'এটা দুঃসাধ্য যাত্রার ব্যাপার নয়। আপনার থেকে এক কদম নিচের দূরত্বে নিজের দূরত্ব। তারপর আপনি খুঁজে পাবেন লক্ষ্যকে।'

আবু যায়েদ রহ. বলেন, 'আমি স্বপ্নে সর্বশক্তিমান আল্লাহকে দেখতে পেলাম। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "হে আল্লাহ! একজন ব্যক্তি আপনার পথ কিভাবে অতিক্রম করবে?" তিনি উত্তর দিলেন, "নিজেকে পরিত্যাগ কর এবং সাদরে চলে আসো!"[৭০]

এই উম্মাহ্‌কে যা দেওয়া হয়েছে তা আর কোন উম্মাহ্‌কে দেওয়া হয়নি। পরবর্তীতে কর্মদক্ষতার দিক দিয়ে দেওয়া হয়েছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে, তিনি সর্বোত্তম সৃষ্টি, তাঁর দিক নির্দেশনা ছিলো সর্বোত্তম দিক নির্দেশনা, তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ ধর্মকে সহজ করেছেন। তাঁর মাধ্যমেই উম্মাহ্‌র অনেক দুর্ভোগ ও সমস্যা দূর করেছেন। যে তাঁকে অনুসরণ করলো সে আল্লাহকে মান্য করলো এবং তাঁর পথনির্দেশনা মেনে চলল। তার বিনিময়ে তিনি তাকে ভালোবাসবে।

---

[৭০] ইবনুল জাওযি, সিফাতুস-সাফওয়াহ, ভলিউম- ৪, পৃষ্ঠা : ১১১, ১৭৯।

Scanned with CamScanner

ইসলামের সহজসাধ্যতা

কিছু সহজসাধ্যতা—যা আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে অর্জন করেছি; তা হল—যে জামাআতে ইশার সালাত আদায় করলো, সে যেন অর্ধেক রাত সালাত আদায় করলো এবং যে জামাআতে ফজর সালাত আদায় করলো, সে যেন সারারাত সালাত আদায় করলো।[৭১]

সুতরাং সে যখন বিছানায় ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলো, তখন তা রাতের সালাত হিসেবে গণ্য হয়েছে এবং এরকম আরো রয়েছে। যেমন—যদি সে অজুসহ ঘুমাতে চায় ও ঘুমের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহর যিকির করে। যে মাসের তিনদিন সিয়াম রাখলো সে যেন সারা মাস সিয়াম পালন করলো।[৭২]

কাজেই মাসের বাকি দিনগুলোতে সে আল্লাহর কাছে সিয়াম পালনকারী হিসেবে গণ্য হবে, যদিও সে খাওয়া-দাওয়া করেছে। "যে খায়, এবং শুকরিয়া আদায় করে সে একজন ধৈর্যশীল সিয়াম পালনকারীর পুরষ্কার পাবে।"[৭৩]

যে ব্যক্তির রাতে উঠে সালাত আদায় করার নিয়ত থাকে কিন্তু ঘুমের কারণে পারে না, তার আমলনামায় রাতের সালাতের সওয়াব লিখা হবে এবং ঐ

---

[৭১] সহিহ মুসলিম : ৬৫৬/১৪৯১। উসমান ইবনে আফফান রা. হাদিসটিকে মারফু বলেছেন।

ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন, 'অতএব যে এই সালাতগুলো জামাতের সাথে আদায় করবে, সে সারারাত সালাত আদায় করার সওয়াব পাবে। যদি এই ব্যক্তি এই দুই ওয়াক্ত সালাত জামাতে আদায় করে এবং রাতে সালাত আদায় করে, সে উভয়ের সওয়াব পাবে। কার্যত রাতের সালাত আদায় করার জন্য তার সমতুল্য আরেকটি সওয়াব। যদি ঐ ব্যক্তি নিজে নিজে ঐ দুই ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, কিন্তু রাতের সালাত আদায় করে—তাহলে সে জামাতে সালাত আদায় করার আর রাতে ঘুমানোর সওয়াব পাবে।' (আল মানার আল-মুনিফ, পৃষ্ঠা : ৪০)

[৭২] সহিহ বুখারি : ১৯৭৯; সহিহ মুসলিম : ১৮৬১/১৫৯। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. হাদিসটিকে মারফু বলেছেন।

[৭৩] সুনানে তিরমিযি : ২৪৮৬; ইবনে মাজাহ : ১৭৬৪; ইবনে খুজায়মাহ : ১৮৯৯। ইমাম তিরমিযি রহ. বলেন, এটি ছিলো হাসান গরিব। ইমাম বুসায়রি রহ. বলেন, এর ইসনাদ সহিহ। ইবনে হিব্বান : ৩১৫; ইমাম যাহাবির সহমতে ৭১৯৪-তে একে সহিহ বলেছেন।

Scanned with CamScanner

ঘুম হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য সাদাকাহ।[৭৪]

আবু দারদা রহ. বলেন, 'নিশ্চয়ই জ্ঞানীর ঘুম ও সিয়াম পালনে বিরতি উচ্চ মর্যাদার! দেখো কিভাবে তারা প্রার্থনার জন্য রাত্রি জাগরনে এবং বোকাদের সিয়াম পালনের ক্ষেত্রে ছাড়িয়ে যায়!'[৭৫]

এটা এই কারণে যে, সহিহ হাদিসে উল্লেখ আছে—'এমনটাও সম্ভব যে, একজন ব্যক্তি রাত জেগে সালাত আদায় করে, কিন্তু ক্লান্তি ছাড়া কিছুই অর্জন করতে পারলো না। একজন সিয়াম পালন করে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ছাড়া কিছুই অর্জন করলো না।"[৭৬]

একজন বলেন, "এমন অনেকেই আছে যারা ক্ষমা প্রার্থনা করে, কিন্তু তাদের নিয়ত হলো ক্রোধ; এমন অনেকেই আছে যারা চুপ থাকে কিন্তু তাদের নিয়ত হলো অনুগ্রহ। প্রথমজন ক্ষমা প্রার্থনা করে, যদিও তার অন্তর থাকে একজন দুর্দমনীয় গুণাহগারের অন্তর আর দ্বিতীয়জন চুপ থাকে কিন্তু তার হৃদয় থাকে আল্লাহর যিকিরে নিমগ্ন।' অন্যজন বলেন, রাতে সালাত আদায় করাটা বড় বিষয় নয়, বড় বিষয় হলো একজন ঘুমিয়ে থাকে কিন্তু জাগ্রত ব্যক্তিদের অগ্রগামী দলকে ছাড়িয়ে যায়।'

এই বিষয়ে বলা হয়-

"তোমার এই দ্বিধাগ্রস্ত পথে আমার যা করণীয়
সহজ পথে হেঁটে সম্মুখে তোমায় বরণীয়!"

---

[৭৪] সুনানে আবু দাউদ : ১৩১৪ এবং ইবনে মাজাহ : ১৩৪৪। ইরাকি ১২২৫-এ বলেন, এর ইসনাদ সহিহ।

[৭৫] হিলইয়াতুল আউলিয়া, ভলিউম- ১, পৃষ্ঠা : ২১১।

[৭৬] মুসনাদে আহমাদ : ৮৮৫৬; তাবরানি : ১৩৪১৩। ইবনে খুযায়মাহ : ১৯৯৭; যাহাবির সহমতে মুসতাদরাকে হাকিম : ১৫৭১ একে সহিহ বলেন। হায়সামি, ভলিউম- ৩, পৃষ্ঠা- ২০২, এর বর্ণনাকারী বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভুল।

Scanned with CamScanner

চতুর্থ অধ্যায়

"সকাল", "সন্ধ্যা" ও "রাতের শেষাংশ" এর অর্থ

"সকাল, সন্ধ্যা ও রাতের শেষাংশে ভ্রমণ (আল্লাহর ইবাদত) করো" অর্থ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য আরেকটি হাদিসের বর্ণনায় পাওয়া যায়, "আল্লাহর পথে ভ্রমণ (ইবাদত) করে সাহায্য প্রার্থনা করো সকাল, সন্ধ্যা এবং রাতের শেষাংশে।"

এর অর্থ হলো—এই তিনটি নির্দিষ্ট সময়সীমা হলো আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের সাথে আমলের মাধ্যমে তাঁর দিকে যাত্রা (ইবাদত) করার উপযুক্ত সময়। এগুলো হলো রাতের শেষে, দিনের শুরুতে এবং দিনের শেষে। মহান আল্লাহ তাঁর বাণীতে এই সময়গুলোর বিষয়ে উল্লেখ করেছেন-

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا.

"এবং তোমরা প্রতিপালকের নাম স্মরণ করো সকালে ও সন্ধ্যায়। রাত্রির কিয়দাংশে তাঁর প্রতি সিজদাবনত হও, আর রাত্রির দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো।"[৭৭]

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ.

"সুতরাং তারা যা বলে, সে বিষয়ে তুমি ধৈর্যধারণ করো এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। রাত্রিকালে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর, দিবসের প্রান্তসমূহেও, যেন তুমি সন্তুষ্ট হতে পারো।"[৭৮]

---

[৭৭] সুরা ইনসান : ২৫-২৬।

[৭৮] সুরা ত্বহা : ১৩০।

Scanned with CamScanner

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ.

"অতএব তারা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে।"[৭৯]

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ.

"তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর রাত্রির একাংশে এবং সালাতের পরেও।"[৮০]

সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন আল্লাহ, তাঁর বইয়ের (কুরআনের) বহুসংখ্যক জায়গায় দিনের দুই শেষাংশে তাঁকে স্মরণ করার কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا.

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর।"[৮১]

وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.

"এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।"[৮২]

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ.

"অতএব, আপনি সবর করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আপনি আপনার গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। সকাল-সন্ধ্যায় আপনার পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করুন।"[৮৩]

---

[৭৯] সুরা কাফ : ৩৯।
[৮০] সুরা কাফ : ৪০।
[৮১] সুরা আহযাব : ৪১।
[৮২] সুরা আহযাব : ৪২।
[৮৩] সুরা গাফির : ৫৫।

Scanned with CamScanner

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ.

"যারা তাদের প্রতিপালককে সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টি লাভার্থে ডাকে তাদেরকে তুমি বিতাড়িত কর না। তাদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তোমার নয় এবং তোমার কোন কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তোমার নয় যে, তুমি তাদেরকে বিতাড়িত করবে; করলে তুমি জালিমদের অন্তর্ভূক্ত হবে।"[৮৪]

যাকারিয়া আ. যিকির সম্পর্কে বলেন-

فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا.

"অতঃপর সে কক্ষ হতে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের নিকট আসলো এবং ইঙ্গিতে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে বলল।"[৮৫]

قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ.

"সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি নিদর্শন দাও।' তিনি বললেন, 'তোমার নিদর্শন এই যে, তিন দিন তুমি ইঙ্গিত ব্যতীত কথা বলতে পারবে না, আর তোমার প্রতিপালককে অধিক স্মরণ করবে। সন্ধ্যায় ও প্রভাতে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে।"[৮৬]

এই তিনটি সময় ছাড়া আর আছে দুইটি সময়, সেগুলো হলো দিনের শুরু ও দিনের শেষ। এই দুই সময়ে একজন ফরয এবং নফল উভয় আমল করতে পারেন। ফরয দুইটি আমলের মধ্যে এই দুই সালাত সবচেয়ে

---

[৮৪] সুরা আনআম : ৫২।
[৮৫] সুরা মারিয়াম : ১১।
[৮৬] সুরা আল ইমরান : ৪১।

Scanned with CamScanner

উত্তম। এই দুই সালাত আদায় করা হয় সবচেয়ে "শান্ত সময়ে" এবং যে কেউ এই দুই সালাত সংরক্ষণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৮৭] এই দুইটি সালাতকে বলা হয় "মধ্যবর্তী সালাত"।[৮৮] নফল আমলের ক্ষেত্রে আল্লাহর যিকির করা যাবে ফজর সালাতের পর থেকে সূর্য উঠার আগ পর্যন্ত। আসর সালাতের পর থেকে সূর্য ডুবার আগ পর্যন্ত এর শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে বহু বর্ণনা রয়েছে। একইভাবে সকালে ও বিকালে এবং ঘুমানোর সময় ও ঘুম থেকে উঠার পর আল্লাহর যিকিরের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে বহু বর্ণনা এসেছে।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "হে আদম সন্তান! আমাকে দিনের শুরুতে এক ঘন্টা এবং দিনের শেষে এক ঘন্টা স্মরণ কর, এই দুইয়ের মাঝে সংঘটিত তোমার গুণাহ আমি ক্ষমা করে দিবো। বড় গুণাহ থেকে নিজেকে রক্ষা করো যার জন্য তোমাকে অনুশোচনা করতে হয়।"[৮৯]

সালাফরা দিনের শুরুর চেয়ে দিনের শেষের উপর বেশি জোর দিত। ইবনুল মুবারক রহ. বলেন, 'আমাদের কাছে এটা উপনীত হয়েছে যে, দিনের শেষে একজন আল্লাহর যিকির করলে তাকে সারাদিনের যিকিরের সওয়াব দেওয়া হবে।'

আবুল জালদ রহ. বলেন, 'আমাদের কাছে এটা উপনীত হয়েছে যে, প্রতিদিন সন্ধ্যায় মহান আল্লাহ সবচে' নিচের আসমানে নেমে আসেন এবং আদম সন্তানদের আমল দেখেন।'

একজন সালাফ স্বপ্নে দেখেন আবু জাফর আল-ক্বারি রহ. তাকে বলেছেন, 'আবু হাযিম আল-আ'রাজকে কঠোর তপস্বী ও অত্যন্ত সুস্পষ্ট ব্যক্তি বলল

---

[৮৭] সহিহ বুখারি : ৬৩৫ ও সহিহ মুসলিম : ১৪৩৮।

[৮৮] আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হবে, বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের..."। (সুরা বাকারা : ২৩৮)
হাদিসে বর্ণিত আছে, মধ্যবর্তী সালাত হলো আসর সালাত। (সহিহ বুখারি : ৬৩৯৬; সহিহ মুসলিম : ২৬৭, ১৪২০, ১৪২৬)

[৮৯] হিলইয়াতুল আউলিয়া, ভলিউম- ৮, পৃষ্ঠা- ২১৩ তে আবু হুরায়রা হতে একটি হাদিস উল্লেখ আছে এবং এটি যঈফ।

Scanned with CamScanner

যে, আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতারা সন্ধ্যায় তোমাদের জনসভা দেখেন।'[৯০] এটা স্পষ্ট যে, দিনের শেষে সাধারণত আবু হাযিম লোকদের গল্প শুনাতেন।

একটি হাদিসে আছে—"ফজরের পরে আল্লাহর যিকির চারজন দাস মুক্তির চেয়ে বেশি প্রিয়। আসরের পরে আল্লাহর যিকির আটজন দাস মুক্তির চেয়ে উত্তম।"[৯১]

জুম'আ বারের দিনের শেষাংশ দিনের শুরু থেকে উত্তম। কারণ, এটি এমন একটি ঘণ্টা সময় ধারণ করে, যখন দুআ কবুল হয়।[৯২]

আরাফাহ দিনের শুরুর চেয়ে দিনের শেষের দিক উত্তম। কারণ, দিনের শেষের সময়টা হল কেয়ামতের সময়।

সালাফদের মতে রাতের শুরুর চেয়ে রাতের শেষ উত্তম এবং প্রমাণস্বরূপ তারা অবতরণের হাদিসটি দাখিল করেন।[৯৩] এই সমস্ত তথ্যগুলো এই মতকে শক্তিশালী করে যে—আসর 'মধ্যবর্তী সালাত'।

তৃতীয় সময়টি হচ্ছে দুলজাহ; রাতের শেষাংশের যাত্রা। এখানে এর অর্থ হল রাতের শেষে আমল করা যেটা হল ক্ষমা চাওয়ার সমান। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ.

---

[৯০] ইবনে আল-জাওযি, ভলিউম- ২, পৃষ্ঠা : ১৬৭, ১৮৫।

[৯১] মুসনাদে আহমাদ : ২২১৮৫, ২২২৫৪ তে আবু উমামাহ একই অর্থবিশিষ্ট হাদিস বর্ণিত আছে। হায়সামি, ভলিউম- ১০, পৃষ্ঠা : ১০৪-এ বলেন, এর ইসনাদ হাসান। ইমাম তাবরানিও হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।

[৯২] সহিহ বুখারি : ৯৩৫; সহিহ মুসলিম : ৮৫২, ১৯৬৯, ১৯৭৫।

[৯৩] আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "প্রতি রাতে যখন এক তৃতীয়াংশ বাকি থাকে, আল্লাহ তায়ালা সবচেয়ে নিচের আকাশে নেমে আসেন এবং বলেন, 'এমন কেউ কি আছে—যে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দিবো? এমন কেউ কি আছে—যে আমার কাছে কিছু চায়, আমি তাকে তা দিবো? এমন কেউ কি আছে—যে আমার কাছে ক্ষমা চায় আমি তাকে ক্ষমা করে দিবো?" (সহিহ বুখারি : ১১৪৫; সহিহ মুসলিম : ৭৫৬, ১৭৭২, ১৭৭৮)

Scanned with CamScanner

"...এবং শেষ রাত্রে ক্ষমাপ্রার্থী।"[৯৪]

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ.

"রাত্রির শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত।"[৯৫]

এই আয়াতগুলোতে যে সময় সম্পর্কে বলা হয়েছে তা হল অবতরণের শেষ সময়। যখন বান্দা আল্লাহ তায়ালার কাছে কিছু চায়, আল্লাহ তাদের অভাব পূরণ করেন এবং অনুতপ্তদের ক্ষমা মঞ্জুর করেন। রাতের মধ্যভাগ সংরক্ষিত সেইসব প্রেমিকদের জন্য, যারা তাদের প্রিয় আল্লাহর সাথে অন্তরঙ্গ সময় কাটাতে চান। রাতের শেষভাগ সংরক্ষিত গুণাহগারদের জন্য, যারা তাদের গুণাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে চান। যে কেউ রাতের গভীরে প্রেমিকের মত সংগ্রাম করতে অপারগ সে যেন অন্তত পক্ষে রাতের শেষভাবে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড়ান।

কিছু বিবরনে এসেছে—রাতের শেষাংশে রাজ সিংহাসনও শিহরিত হয়। তাইউস রহ. বলেন, 'রাতের শেষভাগে কেউ ঘুমিয়ে থাকতে পারে আমি এটা কল্পনাই করতে পারি না।'[৯৬]

সুনানে তিরমিযিতে একটি হাদিসে উল্লেখ আছে, "যে ভয় পায় সে রাতে ভ্রমণ করবে আর যে রাতে ভ্রমণ করবে সে তার গন্তব্যে পৌঁছে যাবে।"[৯৭]

রাতের শেষভাগের যাত্রা দুনিয়া ও আখিরাতের যাত্রাকে সংক্ষিপ্ত করে দেয়, মুসলিম হাদিস গ্রন্থে এরকম একটি হাদিস রয়েছে, "যখন তুমি সফর করবে, রাতের শেষভাগে সফর করো, কারণ রাতে দুনিয়া ছোট হয়ে আসে।"[৯৮]

---

[৯৪] সুরা আল ইমরান : ১৭।
[৯৫] সুরা যারিয়াত : ১৮।
[৯৬] ইবনুল জাওযি, ভলিউম- ২, পৃষ্ঠা- ২৮৫; হিলইয়াতুল আউলিয়া, ভলিউম- ৪, পৃষ্ঠা : ৬।
[৯৭] সুনানে তিরমিযি : ২৪৫০। তিনি একে হাসান গরিব বলেন। মুসতাদরাকে হাকিম : ৭৮৫১, ইমাম যাহাবির সহমতে একে সহিহ বলেন। শাইখ আলবানিও ৩৩৭৭-এ একে সহিহ বলেন।
[৯৮] সুনানে আবু দাউদ : ২৫৭১।

Scanned with CamScanner

জ্ঞানিদের একজন বলেছেন-

রাতে যাত্রা করো ধৈর্য সহকারে,
সকাল ফিরে আসুক তোমার দৃঢ় বাধ্যতা সহকারে।
হয়ো না দুর্বল হৃদয়, ছেড়ো না বাসনা,
ক্রোধ ও হতাশা করতে পারলে সমাধান।
জানি আমি দেখা মিলবে সেই দিনের,
এই ধৈর্য হল সত্যিকার সফলতা।
বল—বাসনার তরে যে করেছে সমর,
ধৈর্যকে সাথী করে, এনেছে সফলতা।

সংগৃহীত আছে—রাতে ঘুম থেকে উঠে আল-আশতার আলি ইবনে আবু তালিব রা.-এর কাছে গেলেন। তাঁকে সালাতরত অবস্থায় পেলেন। তিনি বলেন, 'হে বিশ্বাসীদের নেতা! দিনে সিয়াম পালন, রাতে সালাত আদায় এবং এই দুইয়ের মাঝে কঠোর পরিশ্রম!' যখন তিনি তার সালাত শেষ করলেন তখন তিনি বললেন, 'আখিরাতের যাত্রা দীর্ঘ এবং রাতের যাত্রার মধ্য দিয়ে এই যাত্রাকে সংক্ষিপ্ত করা প্রয়োজন।'- এটিই হলো দুলজাহ।

হাবিবের স্ত্রী আবু মুহাম্মাদ আল-ফারিসি তাকে রাতে জাগিয়ে তুলতেন এবং বলতেন, 'হে হাবিব! জেগে উঠো!! কারণ পথ দীর্ঘ। আমাদের প্রস্তুতি খুবই নগণ্য। সৎকর্মশীলদের কাফেলা আমাদেরকে রেখে এগিয়ে গিয়েছে আর আমরা পিছনে পড়ে রয়েছি।'

হে ঘুমন্ত! আর কত থাকবে তুমি শুয়ে?
হে আমার প্রিয়! জেগে ওঠো প্রতিশ্রুত সময় এসেছে নিকটে।
রাতের অংশে কর তোমার প্রভুর ইবাদত,
ঘুম হতে পাবে না বিরাম, পাবে না শান্তি।
রাত্রিযাপন করে যে গভীর সুখনিদ্রায়,
সমরহীন পৌঁছাবে না সে ঠিক গন্তব্যে।

মুসতাদরাকে হাকিম : ১৬৩০-এ ইমাম যাহাবির সহমতে একে সহিহ বলেছেন। শাইখ আলবানিও ৩১২২-এ একে সহিহ বলেছেন।

Scanned with CamScanner

পঞ্চম অধ্যায়

সংযম এর অর্থ

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "সংযম! সংযম! এর মাধ্যমেই গন্তব্যে পৌছাতে পারবে!" ইবাদতের ক্ষেত্রে সংযমের অনুপ্রেরণা বহন করে যেন অতিরিক্ত না করে এবং ঘাটতি না রাখে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুইবার এই কারণেই পুনরাবৃত্তি করেছেন। আল-বাযযার এই হাদিসটি উল্লেখ করেন হুযায়ফা রা. হতে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "নিশ্চয়ই দরিদ্রতার ক্ষেত্রে সংযম উৎকৃষ্ট। নিশ্চয়ই প্রাচুর্যের ক্ষেত্রে সংযম উৎকৃষ্ট। নিশ্চয়ই ইবাদতের ক্ষেত্রে সংযম উৎকৃষ্ট।"[৯৯]

মুতাররাফ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে শিখখিরের এক ছেলে ছিলো। সে এত বেশি ইবাদত করতো যে—তিনি তাকে বলেন, 'মধ্যবর্তী কাজকর্ম হলো উত্তম। দুইটি খারাপ আমলের মধ্যে একটি ভালো আমল থাকে। সবচেয়ে খারাপ যাত্রা হলো সেটা—যেখানে সে এত বেশি সংগ্রাম করে যে—সে তার শীর্ষ অবস্থানকে ধ্বংস করে এবং অসহায় অবস্থায় পড়ে থাকে।'[১০০]

আবু উবায়দা রহ. বলেন, তিনি বুঝিয়েছেন অতিরিক্ত ইবাদত খারাপ, ঘাটতি খারাপ এবং সংযম প্রশংসনীয়।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদিস এই অর্থকে সমর্থন করে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "এটি ক্ষমতাশীল ধর্ম, তাই একে বিনয়ের সহিত অনুসরণ কর[১০১] এবং আল্লাহর ইবাদত যেন তোমার জন্য বোঝাস্বরূপ না হয়। কারণ, যে নিশ্চিত এবং নিয়মিত হতে

---

[৯৯] মুসনাদে বাযযার : ২৯৪৬। শাইখ আলবানি হাদিসটিকে যঈফ জিদ্দান বলেছেন, যঈফ আল-জামি' : ৪৯৪৮।

[১০০] সুনানে বায়হাকি : ৩৮৮৮; হিলইয়াতুল আউলিয়া, ভলিউম- ২, পৃষ্ঠা : ২০৯।

[১০১] মুসনাদে আহমাদ : ১৩০৫২। ইমাম সুয়ুতি : ২৫০৮-একে সহিহ বলেছেন। সহিহ আল জামি : ২২৪৬-এ শাইখ আলবানি একে হাসান বলেছেন।

Scanned with CamScanner

অপরাগ না। সে এ ভ্রমণকে সংক্ষিপ্ত করতে পারে না। সে তার শীর্ষ অবস্থানকে ধরে রাখতে পারে।[১০২]

যে মানুষ মনে করে সে বৃদ্ধ বয়সে মারা যাবে এবং সেটা কাজের কাজ। যে মনে করে সে আগামিকাল মারা যাবে, সেটা হুশিয়ারি।" ইবনে যানজাওয়াহ ও অন্যান্যরা এটি বর্ণনা করেছেন।[১০৩]

বারংবার সংযমের ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ এই ইঙ্গিত বহন করে—একজন মানুষের অবিরাম সংযমের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত। কারণ একটি কষ্টকর যাত্রা যেখানে প্রবল সংগ্রাম করা হয় সেটা হঠাৎ করে অসমাপ্ত অবস্থায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রবণতা থাকে; একটি সংযমী যাত্রা যে কোন উপায়ে তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। এই কারণেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—সংযমের ফলশ্রুতিতে লক্ষ্যে পৌঁছানোর কৃতিত্ব অর্জন করা সম্ভব, "এবং যে রাতের যাত্রা করবে সে তার গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে।"

এই দুনিয়াতে একজন মুমিন ততক্ষণ পর্যন্ত তার রবের দিকে ভ্রমণ করে যতক্ষণ না সে তাঁর কাছে পৌঁছায়-

يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ.

"হে মানবজাতি! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত কঠোর সাধনা করতে থাকো, পরে তুমি তাঁর সাক্ষাত লাভ করবে।"[১০৪]

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ.

"তোমার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর।"[১০৫]

---

[১০২] মুসনাদে বাযযার এই পরিমাণ উল্লেখ করেছেন এবং ইমাম সুয়ুতি : ২৫০৯ ও হায়সামি, ভলিউম- ১, পৃষ্ঠা : ৬২-এ একে যঈফ বলেছেন।

[১০৩] সুনানে বায়হাকি : ৪৫২০, সুনান আল-কুবরা : ৪৫২১; আল সুয়াব : ৩৮৮৬ । ইরাকি : ১২৩২ এর ইসনাদকে যঈফ বলেছেন।

[১০৪] সুরা ইনশিকাক : ৬।

[১০৫] সুরা হিজর : ৯৯।

Scanned with CamScanner

আল হাসান রহ. বলেন—"হে মানুষ! অধ্যবসায়, অধ্যবসায়! নিশ্চয়ই আল্লাহ মৃত্যুর আগে আমল বিচারের জন্য একটি শেষ সময় নির্ধারণ করেছেন" এবং তারপর তিনি এই আয়াতগুলো তিলাওয়াত করেন। তিনি আরো বলেন, 'তোমার অন্তর হলো তোমার শীর্ষ অবস্থান, কাজেই তোমার শীর্ষের যত্ন নাও, এভাবে এটা তোমাকে তোমার মহান ও সর্বশক্তিমান প্রতিপালকের নিকট নিয়ে যাবে।'

একজনের শীর্ষগুলোর যত্ন নেওয়ার সহজ অর্থ হল এগুলোকে উপযুক্ত ও সুস্থ রাখা এবং তাদেরকে অতিরিক্ত বোঝা না দেওয়া। অতএব যদি কেউ মনে করে তার আত্মা যাত্রা বন্ধ করে দিতে যাচ্ছে, যত্নটা নিতে হবে এই যাত্রা শেষ করার অভিপ্রায় বা বাসনা তৈরি করার মাধ্যমে অথবা যাত্রা শেষ করতে না পারার ভয় তৈরির মাধ্যমে, পরিস্থিতি অনুসারে।

একজন সালাফ বলেন—'আশা হচ্ছে পথনির্দেশক। ভয় হচ্ছে চালক। এবং আত্মা হলো এই দুইয়ের মাঝে সেচ্ছাচারী প্রাণি।'[১০৬] সুতরাং যখন পথনির্দেশ ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং চালক এর প্রভাব সামলাতে অপরাগ হয়, আত্মা বন্ধ হয়ে যাবে এবং এর মৃত্যু চিকিৎসা লাগবে।

ভয় হচ্ছে অনেকটা চাবুকের মত, যখন কেউ কোন পশুকে চাবুক দিয়ে অতিরিক্ত আঘাত করে, তখন সে মারা যেতে পারে। যেমন একজনের অবশ্যই আশার 'গান' গেয়ে সেটাকে অনুপ্রাণিত করা উচিত, এটা তাকে তার প্রচেষ্টার প্রাণশক্তি পুনরায় ফিরিয়ে আনতে প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত করবে, যতক্ষণ না সে তার গন্তব্যে পৌঁছায়। আবু ইয়াযিদ রহ. বলেন—'আমি বিরামহীন আমার আত্মাকে আল্লাহর দিকে পরিচালিত করেছি, সব পথেই সে ছিলো অবনত, এরপর আমি তাকে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করলাম যতক্ষণ না এটা হেসে উঠে।'[১০৭]

---

[১০৬] লিসানুল আরব : ১৩/১১০।

[১০৭] ইবনে মুলাককিন, তাবাকাত আল-আওলিয়া, পৃষ্ঠা : ২৭৮, ১১৭]

Scanned with CamScanner

বলা হয়-

যখন এটা ভ্রমণের বোঝা নিয়ে অভিযোগ করে,
সে শপথ করে,
আগমনের উদ্বেগ লাঘব করতে যেন তার প্রচেষ্টা পুনরুদ্ধার করতে পারে।

মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর পথে চলা

খুলায়েদ আল-আসারি রহ. বলেন, 'সব প্রেমিক তার প্রিয় মানুষের সাথে দেখা করতে চায়, তাই তোমার প্রতিপালককে ভালোবাসো এবং সুন্দর ভ্রমণের মধ্য দিয়ে তাঁর পথে চলো, না দুঃসাধ্য না ঢিলেঢালা। এই যাত্রা মুমিনকে তার রবের কাছে নিয়ে যাবে। যে তার রবের পথ সম্পর্কে জানে না সে তা অতিক্রম করতে পারবে না এবং এই ধরনের মানুষ ও পশুর মধ্যে কোন তফাৎ নেই।'[১০৮]

যুন্নুন রহ. বলেন, 'তারাই পথভ্রষ্ট—যারা তাদের রবের পথ চিনে না এবং তা চিনতে চেষ্টা করে না।'

আল্লাহর দিকে অতিক্রান্ত পথ হলো তাঁর সরল পথ, যে পথে তিঁনি তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেছেন। যার জন্য তিঁনি তাঁর কিতাব (পবিত্র কোরআন) নাজিল করেছেন।[১০৯]

---

[১০৮] হিলইয়াতুল আউলিয়া, ভলিউম- ২, পৃষ্ঠা : ২৩২।

[১০৯] নাওয়াস ইবনে সামান রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আল্লাহর দৃষ্টান্ত হিসাবে নিম্নোক্ত সাদৃশ্য দেখিয়েছেন—একটি পথ রয়েছে যা সোজা গন্তব্যে পৌঁছে দেয়। এই পথের দুই পাশেই দেয়াল রয়েছে, যেখানে পর্দা টাঙ্গানো খোলা দরজা আছে। পথের দূরবর্তী প্রান্ত থেকে একটি কণ্ঠ ডাকে, 'সরল পথে এগিয়ে যাও, মুখ ফিরিয়ে নিও না।' যখন কেউ দরজার পর্দা তুলতে মনস্থ করে তখন উপর থেকে অন্য আরেকটি কণ্ঠ বলেন, 'সাবধান! পর্দা তুলো না; অন্যথায় তুমি অভ্যন্তরের প্রতি প্রলুব্ধ হবে।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দৃষ্টান্তটিকে ব্যাখ্যা করেন এইভাবে যে সরল পথ হল ইসলাম, দেয়াল হল আল্লাহর নির্ধারিত সীমা; খোলা দরজাগুলো হল সেইসব জিনিস যা তিনি নিষেধ করেছেন, দূরবর্তী প্রান্ত থেকে যে কণ্ঠ ডাকবে তা হলো কুরআন, তার উপর থেকে যে কণ্ঠ কথা বলে সে হল মুমিনের হৃদয়ে আল্লাহর ছায়া।" (সুনানে তিরমিযি : ৭৬)

Scanned with CamScanner

এটাই হলো সেই পথ, যে পথে তিনি তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকুলকে চলতে বলেছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, 'সরলপথ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক প্রান্ত রেখে গেছেন আমাদের কাছে আর অপর প্রান্ত রয়েছে জান্নাতে। পথটি দুই শাখায় বিন্যস্ত, ডান ও বাম। যেখানে মানুষ দাঁড়িয়ে অন্য পথচারীদের আহবান করছে। যে কেউ তাদের পথ অনুসরণ করবে, সে আগুনে যাবে, কিন্তু যে সরল পথে থাকবে সে জান্নাতে যাবে।'

তারপর তিনি তিলাওয়াত করেন-

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"এবং এই পথই আমার সরলপথ। সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ করবে। অন্য পথ অনুসরণ করবে না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। এভাবেই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন—যেন তোমরা সাবধান হও।"[১১০]

ইবনে জারির ও অন্যান্যরা এটা উল্লেখ করেন।[১১১]

অতএব আল্লাহর দিকে একটা পথ, তা হলো সরলপথ। অন্য সব পথ হলো শয়তানের পথ, যে কেউ এসব পথে চলবে সে আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। অবশেষে এর ফলাফল হবে তাঁর অসন্তুষ্টি, ক্রোধ ও শাস্তি।[১১২]

তিরমিযিতে হাসান গরিব বলা হয়েছে। ইমাম যাহাবির সহমতে মুসতাদরাকে হাকিম : ২৪৫ ও শাইখ আলবানি সহিহ আল জামি : ৩৮৮৭ একে সহিহ বলেছেন।

[১১০] সুরা আনআম : ১৫৩।

[১১১] ইবনে মাজাহ : ১১; মুসতাদরাকে হাকিম : ২/৩১৮।

[১১২] ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন, 'আমরা সরল পথের অর্থ ব্যাখ্যা করবো সংক্ষিপ্ত আকারে, কারণ মানুষ বিভিন্নভাবে এর ব্যাখা করেছে একটি অপরিহার্য বিষয়কে কেন্দ্র করে। সরলপথ হল আল্লাহর পথ—যা তিনি রেখেছেন মানবজাতিকে তাঁর দিকে ধাবিত করার জন্য; এটা ছাড়া তাঁর দিকে আর কোন পথ নেই যা তিনি তার রাসুলের

Scanned with CamScanner

আমলের সমাপ্তি দ্বারা আমল নির্ধারণ

এমন হতে পারে—একজন তার জীবনের শুরুতে সরল পথে চলল, তারপর তা থেকে সরে গেলো এবং শয়তানের কোন একটা পথে ভ্রমণ করলো, অতঃপর সে আল্লাহর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং ধ্বংস হয়ে যায়।

"নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে কেউ জান্নাতের অধিবাসীদের আমল করবে যে পর্যন্ত তার ও জান্নাতের মধ্যে দূরত্ব হবে এক থেকে চার হাত পরিমাণ, তারপর সে জাহান্নামের অধিবাসীদের আমল করবে ও তাতে প্রবেশ করবে।"[১১৩]

উপর নাজিল করেছেন। এটা শুধুমাত্র এককভাবে তাঁরই ইবাদতের জন্য এবং এককভাবে শুধুমাত্র তাঁর রাসুলকে মান্য করার জন্য। সুতরাং তাঁর ইবাদতের ক্ষেত্রে কারো শিরক করা উচিত নয় যেমনটা তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরণের ক্ষেত্রে শিরক করা উচিত নয়। একজনের উচিত তার তাওহিদকে বিশুদ্ধ করা, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরণের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধবাদী হওয়া এবং পরিপূর্ণ সাক্ষ্য প্রদান করা যে—'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াআন্না মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।' সরল পথের সমস্ত ভিন্নধর্মী ব্যাখা এই দুইটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। আপনাকে অবশ্যই পুরো হৃদয় দিয়ে তাঁকে ভালোবাসতে হবে। আপনাকে অবশ্যই আপনার সর্বোচ্চ সামর্থ দিয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে হবে; তাঁর জন্য প্রচুর ভালোবাসা ছাড়া আপনার হৃদয়ে কোন জায়গা থাকা উচিত না এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করা ছাড়া আপনার আর কোন বাসনা থাকা উচিত নয়। বাস্তবে রূপ দেওয়ার মাধ্যমেই এর প্রথম অংশ হৃদয়ঙ্গম করতে হবে, 'আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই, বাস্তব রূপ দিয়েই দ্বিতীয় অংশ বুঝতে হবে, 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসুল।' এটাই হল হিদায়াত এবং সত্য ধর্ম। সত্যকে জানা এবং তার উপর আমল করা। তিনি তার রাসুলের কাছে কি নাজিল করেছেন তা পর্যায়ক্রমে জানা এবং তার দ্বারা জীবনযাপন করা। সমস্ত ব্যাখা এই অপরিহার্য ধারণাকে পরিভ্রমণ করে তৈরি করা। সাহল ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. বলেন, 'কুরআন ও সুন্নাহ্‌র উপর দৃঢ় থাকো, কারণ আমি ভয় পাই এমন সময়ের জন্য, যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং উল্লিখিত সকল ক্ষেত্রে তাকে অনুসরণ করার গুরুত্ব বুঝবে, যিনি এসব বলেছেন তাকে মানুষ তিরস্কার করবে, অন্যান্যদের তার থেকে দূরে পালানোর কারণ হবে, নিজেদেরকে তার থেকে বিচ্ছিন্ন করবে, তাকে অপমান ও অপদস্থ করবে।" (আব্দুর রহমান আলি আল শাইখ, ফাতহুল মাজিদ শরহে কিতাব আত তাওহিদ, পৃষ্ঠা : ২৪)

[১১৩] সহিহ বুখারি : ৩২০৮, ৬৫৯৪; সহিহ মুসলিম : ২৬৪৩, ৬৭২৩।

Scanned with CamScanner

বিপরীতক্রমে এমন হতে পারে—একজন তার জীবনের শুরুতে শয়তানের পরিচালিত কোন পথে চলল, তারপর তার জীবনে সৌভাগ্য আসলো এবং সরল পথে চলল। সে আল্লাহর কাছে পৌঁছে গেলো। এটা অপরিহার্য যে, একজন ব্যক্তি তার যাত্রার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সরল পথে ভ্রমণ করবে-

ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ.

"এটা আল্লাহরই অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। আল্লাহ তো মহা অনুগ্রহশীল।"[১১৪]

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ.

"আল্লাহ শান্তির আবাসের দিকে আহবান করেন এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।"[১১৫]

অনেকেই আছে যারা যাত্রার কিছু অংশ ভ্রমণের পর পিছু হটে যান এবং যাত্রা পরিত্যাগ করেন।

পরম দয়াশীলের দুই আঙ্গুলের ফাঁকে থাকে ক্বলব[১১৬]-

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ.

"যারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী তাদেরকে আল্লাহ প্রতিষ্ঠিত রাখবেন...।"[১১৭]

হে প্রিয়! মরুপথে দ্বিধাগ্রস্থরা সংখ্যায় অনেক,
কিন্তু গন্তব্য পৌঁছে খুবই কমসংখ্যক।

---

[১১৪] সুরা জুমুআ : ৪।
[১১৫] সুরা ইউনুস : ২৫।
[১১৬] সহিহ মুসলিম : ২৬৫৪, ৬৭৫০; তিরমিযি : ২১৪০।
[১১৭] সুরা ইব্রাহিম : ২৭।

Scanned with CamScanner

আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার শ্রেষ্ঠত্ব

হাদিসে কুদসিতে উল্লেখ আছে, "যে কেউ আমার দিকে বিঘত পরিমাণ এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে একহাত এগিয়ে যাই। যে কেউ আমার দিকে এক হাত এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে চারহাত এগিয়ে যাই। যে কেউ আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌঁড়ে যাই।"[১১৮]

মুসনাদে আহমাদের ব্যাখ্যায় আরো যোগ করা হয়েছে "এবং আল্লাহ অধিক মর্যাদাসম্পন্ন এবং মহৎ। আল্লাহই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন এবং মহৎ।"[১১৯]

মুসনাদে আহমাদের অন্য হাদিস আছে, মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন, "হে আদম সন্তান! আমার সামনে দাঁড়াও—আমি তোমার দিকে হেঁটে আসবো। আমার দিকে হেঁটে আসো—আমি তোমার দিকে দৌঁড়ে যাবো।"[১২০]

যে আমাদের (আল্লাহ) দিকে ফিরবে,
দূর হতে তাকে আমরা স্বেচ্ছায় বরণ করবো।
আমাদের চাওয়া যার কামনা,
তার চাওয়া আমাদের কামনা।
যে আমাদের কাছে চায়,
আমরা তাকে আরো এবং আরো দিবো।
যে কেউ আমাদের সাহায্য প্রার্থনা করবে,
আমরা তার জন্য লোহা নরম করে দিবো।

হে মানবসন্তান! আপনি গভর্ণরের দরজায় গেলে সে আপনাকে সাদরে গ্রহণ অথবা কোন মনোযোগ প্রদর্শন করবে না। হয়তো সে আপনাকে তার কাছে যাওয়া থেকে বাধা প্রদান করতো। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "যে

---

[১১৮] সহিহ বুখারি : ৭৪০৫; সহিহ মুসলিম : ২৬৮৭, ৬৮৩৩, ২৭৪৩, ৬৯৫২।

[১১৯] মুসনাদে আহমাদ : ২১৩৭৪। হায়সামি এর ইসনাদকে হাসান বলেছেন, ভলিউম-১০, পৃষ্ঠা : ১৯৭ ।

[১২০] মুসনাদে আহমাদ : ১৫৯২৫। হায়সামি, ভলিউম- ১০, পৃষ্ঠা : ১৯৭; ইসনাদের বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত এবং সঠিক। শাইখ আলবানি ৩১৫৩-এ এর ইসনাদকে সহিহ বলেছেন।

Scanned with CamScanner

কেউ আমার দিকে হেঁটে আসবে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাবো," তথাপি তুমি তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও এবং অন্যের পিছনে ছুটো! আপনি আদব-কায়দার দিক থেকে নিকৃষ্টতমভাবে ধোকা পেতে পারেন এবং কঠিন পথগুলোতে আপনি হারিয়ে যেতে পারেন!

আল্লাহর শপথ! আমি আপনার সাথে কখনো দেখা করতে আসি না,
তখন ছাড়া—যখন এই দুনিয়া আমার জন্য ছোট হয়ে আসে।
এবং কখনই আপনার দরজা ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিই না,
নিজের কাছে হোঁচট খাওয়া ছাড়া!

আপনাদের মধ্যে যারা তাঁর সাক্ষাত কামনা করে, তাদের জন্য পথকে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, তাহলে কেন বিলম্ব করা আর পিছনে পড়ে থাকা? পথকে তোমার সামনে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। সত্যিই যার তোমাকে পাওয়ার বাসনা নেই তাকে খুঁজতে হবে!

أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ.

"....আল্লাহ সম্বন্ধে কি কোন সন্দেহ আছে, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবির সৃষ্টিকর্তা? তিনি তোমাদেরকে আহবান করেন তোমাদের পাপ মার্জনা করার জন্য এবং নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দেওয়ার জন্য... ।"[১২১]

يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ.

"হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহর দিকে আহবানকারীর প্রতি সাড়া দাও... ।"[১২২]

ও হতভাগা আত্মা!
হিদায়াহ এসেছে তোমার দিকে,
সাড়া দাও—এই হল আল্লাহর আহবানকারী
ডাকছে তোমায়।

---

[১২১] সুরা ইবরাহিম : ১০।
[১২২] সুরা আহকাফ : ৩১।

Scanned with CamScanner

বহুবার তোমায় ডাকা হয়েছে হিদায়াতের পথে
তথাপি তুমি চলেছ মুখ ফিরিয়ে,
কিন্তু তুমি জানতে চেয়েছ তুমি কি বিপথগামী পথনির্দেশক
যখন সে তোমায় ডাকছে!

আল্লাহর কাছে পৌঁছানোর রাস্তাসমূহ

আল্লাহর কাছে দুইভাবে পৌঁছানো সম্ভব—একটা ঘটে দুনিয়াতে, আরেকটা আখিরাতে। দুনিয়াতে তাঁর কাছে পৌঁছানোর অর্থ হলো—অন্তরে তাঁর জ্ঞানার্জন করা। যখন এমনটা হয়ে যায় তখন অন্তর তাঁকে ভালোবাসে, তাঁর কাছ থেকে স্বান্তনা নেয়, তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠতা অনুভব করে, এবং তাঁর কাছ থেকে তৎক্ষণাৎ তার দুআর ফল পেয়ে যায়।

একটি বর্ণনায় আছে, "হে আদম সন্তান! আমাকে খোঁজো, তাহলে আমাকে তুমি পাবে। যখন সে আমাকে খুঁজে পাবে সে সবকিছু খুঁজে পাবে, আর যদি সে আমাকে খুঁজে না পায় তাহলে সে সবকিছু হারাবে।"

তুমি আমাদের খুঁজলেই পেয়ে যাবে।
বড় হৃদয়টি আমাদেরকে ধারণ করার জন্য যথেষ্ঠ,
ধৈর্যশীল ও পরিতৃপ্ত
আমাদের থেকে এই সবকিছুই তারা পাবে।

যুন্নুন রহ. প্রায়শই রাতে বাইরে গিয়ে আকাশ দেখতেন এবং আকাশ দেখে সকাল পর্যন্ত নিচের কবিতার লাইনগুলোই আওড়াতেন-

খুঁজে ফেরো নিজেকে,
আমারই মত খুঁজে পাবে তুমি।
আমি যেখানে পেয়েছি খুঁজে প্রশান্তি,
তাঁর ভালোবাসা নিয়ে নেই তাঁর কোন দ্বিধা।
দূরে গেলে আমি, কাছে টেনে নেন তিনি,
আর কাছে গেলে আমি, তিনি হন আরো কাছাকাছি।[১২৩]

---

[১২৩] হিলইয়াতুল আউলিয়া, ভলিউম- ৯, পৃষ্ঠা- ৩৫৭, হাদিস : ১৪১১২।

Scanned with CamScanner

আখিরাতে তাঁর কাছে পৌঁছানোর অর্থ হলো জান্নাতে প্রবেশ করা

জান্নাত আল্লাহর অনুগ্রহের আবাসস্থল। জান্নাতের অনেকগুলো স্তর রয়েছে। এর অধিবাসীদের আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠতার মর্যাদা নির্ধারিত হবে দুনিয়াতে তাঁর জ্ঞানকে বাস্তবায়নের উপর, এবং তাদের ঘনিষ্ঠতা ও তাদের সাক্ষ্যপ্রদানের উপর।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ.

"এবং তোমরা বিভক্ত হয়ে পড়বে তিনটি শ্রেণীতে। ডান দিকের দল—কত ভাগ্যবান ডানদিকের দল। বামদিকের দল—কত হতভাগ্য বামদিকের দল! আর অগ্রবর্তীগণই তো অগ্রবর্তী, তারাই নৈকট্যপ্রাপ্ত।"[১২৪]

শিবলি যখন তার নিজ গৃহে বিক্ষোভ করছিলেন, তখন তিনি নিচের এই শ্লোক আওড়েছিলেন-

কেউ ধৈর্যশীল হতে পারবে না, যতক্ষণ তুমি থাকবে বহুদূরে,
সে পরিচিত হবে যখন ঘনিষ্ঠতা হবে।
তোমা হতে কেউ অবগুণ্ঠিত হবে না,
যখন সে তোমার প্রেমে মজে যাবে।
যদিওবা তার নয়ন তোমায় দেখেনি,
হৃদয় তোমায় আঁকড়ে ধরবে।

[১২৪] সুরা ওয়াকিয়াহ : ৭-১১।

Scanned with CamScanner

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইসলাম, ঈমান ও ইহসান

এই দুনিয়াতে সরল পথ তিনটি স্তর নিয়ে গঠিত হয়েছে। যেমন—ইসলাম, ঈমান এবং ইহসান। কেউ আমৃত্যু ইসলামের উপর বহাল থাকবে, অনন্তকাল আগুনে দহন থেকে সে মুক্তি পাবে এবং সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। যদিও সে পূর্বে আগুনে শাস্তি ভোগ করবে। যে কেউ আমৃত্যু ঈমানের উপর অটল থাকবে, তাকে আগুন থেকে সম্পূর্ণভাবে নিবৃত্ত করা হবে। কারণ ঈমানের আলো প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখাকে এমন এক ব্যাপ্তিতে দমন করে, যে সম্পর্কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "হে মুমিনগণ! আপন পথে চল! তোমার আলো আমার অগ্নিশিখাকে দমন করেছে!"[১২৫]

জাবির রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "এমন কোন সৎকর্মশীল ব্যক্তি বা গুণাহগার নেই যে ছাড়া এতে প্রবেশ করবে। এটা হবে শান্তির উৎস এবং মুমিনদের জন্য শান্তি, যেমনটা ইবরাহিমের ক্ষেত্রে হয়েছিলো এমন এক পর্যায়ে, যে আগুন নিজেই তার বিরুদ্ধাচরনে শোরগোল করে উত্তোলিত হয়েছিলো।"[১২৬]

আল্লাহ প্রেমিকরা উত্তরাধিকার সূত্রে এটা পেয়েছে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের কাছ থেকে।

---

[১২৫] তাবরানি, আল কাবির : ৬৬৮। হায়সামি, ভলিউম- ১০, পৃষ্ঠা : ৩৬০-এ উল্লেখ করেন এর ইসনাদ দুর্বল বর্ণনাকারী বহন করে। ইমাম সুয়ুতি : ৩৩৫৪-এ একে যঈফ বলেন। শাইখ আলবানিও একে যঈফ বলেন; আল জামি : ২৪৭৪।

[১২৬] মুসনাদে আহমাদ : ১৪৫২০। ইমাম বায়হাকি : ৩৭০-এ বলেন, এর ইসনাদ হাসান। ইমাম যাহাবির সহমতে মুসতাদরাকে হাকিম : ৮৭৪৪ একে সহিহ বলেন। হায়সামি, ভলিউম- ৭, পৃষ্ঠা : ৭৫-এ বলেন আহমাদের বর্ণনাকারী বিশ্বাসযোগ্য এবং সঠিক। যাইহোক—শাইখ আলবানি যঈফ আত তারগিব : ২১১০ এবং শুয়াইব আরনাউত, তাহকিক মুসনাদে উভয়ে দেখানো হয় যে এর ইসনাদ যঈফ। কারণ এখানে একজন অপরিচিত বর্ণনাকারী আছে।

Scanned with CamScanner

প্রেমিকের আগুন হলো ভালোবাসার অগ্নিশিখা,
দোযখের প্রচন্ড উত্তাপ হল সবচেয়ে শীতল অংশ।

যে কেউ আমৃত্যু ইহসানের স্তরে থাকবে সে আল্লাহর কাছে পৌঁছাবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ.

"যারা কল্যাণকর কাজ করে, তাদের জন্য আছে কল্যাণ এবং আরো অধিক...।"[১২৭]

একটি সহিহ হাদিসে উল্লেখ আছে, "যখন জান্নাতের অধিবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করে, তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দিবেন—'হে জান্নাতের অধিবাসী! আল্লাহ আপনাদের একটি পদোন্নতি করেছেন, যা তিনি পূর্ণ করতে চান।' তারা বলবে—'সেটা কি?' তিনি কি আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেননি? তিনি কি আমাদের জীবিকা বৃদ্ধি করেননি? তিনি কি আমাদের জান্নাতে প্রবেশের সম্মতি দান করেননি? এবং আগুন হতে রক্ষা করেননি?' কাজেই তিনি পর্দা সরিয়ে দিবেন এবং তারা তাঁর দিকে তাকাবে। ওয়াল্লাহি। এর থেকে প্রিয় আর কোন কিছুই তিনি তাদের দিতে পারেন না। এর থেকে আর কোন কিছুই তাদের দৃষ্টিকে এত সন্তুষ্ট করতে পারবে না! এই হলো সংযোজন।" তারপর তিনি উপরের আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।"[১২৮]

জান্নাতের সকল অধিবাসী এ দৃশ্য দেখতে পাবে, কিন্তু তাঁকে দেখার ক্ষেত্রে নিকটবর্তীতা এবং দেখার সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য থাকবে। প্রবৃদ্ধির দিন জান্নাতের সব মানুষ তাঁকে দেখতে পাবে, যা হবে জুমু'আ বার[১২৯] এবং তাদের মধ্যে অভিজাত যারা—তারা দিনে দুইবার আল্লাহর মুখ দর্শন করতে পারবে। একবার সকালে, অন্যবার সন্ধ্যায়। জান্নাতে জনসাধারণের

---

[১২৭] সুরা ইউনুস : ২৬।

[১২৮] সহিহ মুসলিম : ১৮১, ৪৪৯; সুনানে তিরমিযি : ২৫৫২; ইবনে মাজাহ : ১৮৭।

[১২৯] তাবরানি, আল-আওসাত : ২০৮৪। হায়সামি, ভলিউম- ২, পৃষ্ঠা : ১৬৪-এ বলেন, এর ইসনাদে বিশ্বস্ত ও যথাযথ বর্ণনাকারী রয়েছে।

Scanned with CamScanner

জন্য দিনে দুইবার সংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সকালে এবং সন্ধ্যায়। যেহেতু অভিজাতরা সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁকে দেখতে পান। জ্ঞানবাদীকে ও প্রাসাদপ্রিয় ব্যক্তিকে না আল্লাহর কথা ভুলিয়ে দিতে পারে, না নদীর পানি তার তৃষ্ণা মিটাতে পারে।

তাদের মধ্যে একজন প্রায়ই বলতেন, "যখন আমি ক্ষুধার্ত হই, তাঁর যিকির আমার খাদ্য। আর যখন আমি তৃষ্ণার্ত হই, তাঁকে দেখা হল আমার ইচ্ছার পরিতৃপ্তি।"[১৩০]

একজন সৎকর্মশীল স্বপ্ন দেখেন—তাকে দুইজন আলেমের কথা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তর দেন, 'এই সময়ে আমি তাদেরকে আল্লাহর কাছে রেখে এসেছি খাওয়া-দাওয়া, পানীয় ও সুখ উপভোগের জন্য।' তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, 'আপনি?' তিনি উত্তর দিলেন—'তিনি জানেন খাদ্যের প্রতি আমার অনীহা আছে, তাই তার পরিবর্তে আমাকে তাঁর সাথে দেখা করার অনুমতি দিয়েছেন।'

যখন আমি পান করতে চাই, তুমি আমার আকণ্ঠ তৃপ্তি,
আর যখন আমি খাবার চাই, তুমি আমার তুষ্টিকর খাবার।

---

১৩০ ইবনে আবুল-ইযয বলেন—'উম্মাহ এই বিষয়ে একমত যে, এই দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখা যাবে না। নির্দিষ্টভাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে এই বিষয় নিয়ে কোন মতপার্থক্য নেই।' (শরহুল আকিদাহ আত তৃহাবী, পৃষ্ঠা : ২১৩)

নাওয়াউইহ রহ. বলেন, 'আল্লাহ তাআলাকে দেখার ব্যাপারে পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে এটা একটি সম্ভাবনা, যেকোন উপায়ে সালাফদের অধিকাংশ ও তাদের পরবর্তী বংশধররা, মুতাকাল্লিমিন ও অন্যান্য উভয়ের মত হল—এটি এই দুনিয়াতে ঘটবে না।' (শরহে মুসলিম, ভলিউম- ২, পৃষ্ঠা: ১০৫)

কিলাবধি রহ. বলেন, 'তারা সবাই একমত হয়েছেন যে—এই দুনিয়াতে তাঁকে দেখা যাবে না, চোখ দিয়েও না, হৃদয় দিয়েও না, নিশ্চয়তার দৃষ্টিকোন ছাড়া। কারণ মহান অনুগ্রহ থেকে এটা ঘটা সম্ভব এবং যেমন সর্বোত্তম জায়গাতে এটি সংঘটিত হওয়া মানানসই। যদি তাদের জন্য এই দর্শন অনুমোদন করা হয়, তা হত এই দুনিয়ার জন্য সর্বোত্তম অনুগ্রহ, জান্নাত ও এর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকতো না।'

সম্ভবত এই কথাগুলো লেখকের বক্তব্যকে পরিষ্কার করবে, আল্লাহ তার উপর দয়া করুন। (আল তায়াররুফ লি মাযহাব আত-তাসাউফ, পৃষ্ঠা : ৪৩)

Scanned with CamScanner

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "জান্নাতের নিম্ন মর্যাদাসম্পন্ন অধিবাসীরা তার রাজত্বের কাছে সীমা থেকে দূরের সীমা দেখতে সময় লাগবে দুই হাজার বছর। সে তার স্ত্রীগণ ও খাদেমদের দেখতে পাবে। উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি মহান আল্লাহ তাআলার মুখদর্শন করবে দিনে দুই বার।"[১৩১]

তিরমিযিতে এই হাদিস বর্ণিত হয়েছে এভাবে—"জান্নাতে নিম্ন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি তার বাগান, স্ত্রীগণ, আল্লাহর অনুগ্রহ, দাস-দাসী এবং গদিযুক্ত আসন দেখতে পাবে এক হাজার বছর যাত্রা করে। তাদের মধ্যে যারা উত্তম তারা সকালে ও সন্ধ্যায় আল্লাহর মুখ দর্শন করবে।"[১৩২] এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিলাওয়াত করেন-

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ. إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ.

"সেদিন কোন কোন মুখমন্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে।"[১৩৩]

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ আল-বাজালি রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "বিচারদিবসে তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে, যেমন তোমরা আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ দেখো, তোমাদের তাঁকে দেখতে কষ্ট হবে না।" এরপর তিনি বলেন, "তাই যদি তোমরা এমন কোন পর্যায়ে পরাভূত না হও যে, সালাত আদায় করতে পারছ না। সূর্যোদয়ের আগে এবং সূর্যাস্তের আগে সালাত আদায় কর।" অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করেন-

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ.

---

[১৩১] মুসনাদে আহমাদ : ৫৩১৭। হায়সামি, ভলিউম- ১০, পৃষ্ঠা : ৪০১-এ বলেন, এতে একজন যঈফ বর্ণনাকারী রয়েছে এবং শাইখ আলবানি আল জামি : ১৩৮১-তে একে যঈফ বলেন।

[১৩২] সুনানে তিরমিযি : ২৫৫৩, ৩৩৩০; তিনি একে গরিব হাদিস বলেছেন। শাইখ আলবানি একে যঈফ বলেছেন, যঈফ আল জামি : ১৩৮২।

[১৩৩] সুরা কিয়ামাহ : ২২, ২৩।

Scanned with CamScanner

"...তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে।"[১৩৪,১৩৫]

সকাল ও সন্ধ্যার সময়

জান্নাতে অভিজাতদের জন্য এই দুইটি সময় সংরক্ষিত আছে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য। এই দুনিয়াতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দুই সময়ের সালাত সংরক্ষণের জন্য অনুপ্রাণিত করেন। অতএব যে কেউ দুনিয়াতে এই দুই সালাত সবচেয়ে উত্তম পন্থায়, আত্মসমর্পিত অবস্থায়, হৃদয়ের উপস্থিতিতে, এবং সকল আহকামগুলো পালনের মাধ্যমে আদায় করবে, আশা করা যায়—সে তাদের মধ্যে একজন হবে যে জান্নাতে এই দুই সময়ে আল্লাহকে দেখবে। এরচেয়ে বেশি ভালো হয় যদি কেউ এই সময়ে আল্লাহর যিকিরকে এবং অন্যান্য ইবাদতকে আঁকড়ে ধরে সূর্যোদয়ের আগে ও সূর্যাস্তের আগে। বান্দা যদি এর সাথে রাতের শেষভাগের যাত্রা যোগ করেন, তাহলে সে তিনটি সময়েই যাত্রা করলো—রাতের শেষভাগ, সকাল ও সন্ধ্যা। যদি সে সত্যবাদী হয়, অবশ্যই এর দ্বারা অনুসৃত হবে মহান লক্ষ্যের জন্য কার্য সম্পাদন-

فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ.

"যোগ্য আসনে, সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী আল্লাহর সান্নিধ্যে।"[১৩৬]

যে কেউ দৃঢ়তা ও সততার সাথে তার যাত্রায় অনুগত থাকে তার জন্য সুসংবাদ রয়েছে-

---

[১৩৪] সহিহ বুখারি : ৫৭৩; সহিহ মুসলিম : ৬৩৩, ১৪৩৪।
"তাকে দেখে তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ হবে না।" এই হাদিসের দুইটি ব্যাখা আছে, তার মধ্যে অন্যতম অর্থ হলো—'তোমাদেরকে তাঁর খুব কাছে খুব ভিড় করে নিয়ে যাওয়া হবে না, যে তাঁকে দেখতে তোমাদের কষ্ট হবে।' আরেকটি অর্থ হল, 'তোমাদের সাথে এমন কোন অন্যায় করা হবে না—যখন তাঁর সাথে সাক্ষাত করবে তখন তোমাদের কেউ তাঁকে দেখবে আর কেউ তাঁকে দেখবে না।' [ইবনে কাসির, আল-নিহায়াহ, ভলিউম- ৩, পৃষ্ঠা : ৯২, ৯৩]

[১৩৫] সুরা ক্বাফ : ৩৯।

[১৩৬] সুরা কামার : ৫৫।

Scanned with CamScanner

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ.

"...এবং মুমিনদেরকে সুসংবাদ দাও, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে উচ্চ মর্যাদা...।"[১৩৭]

একজন প্রেমিক সবসময় তার প্রিয়জনের কথা জিজ্ঞাসা করে, তার সাথে সংশ্লিষ্ট খবরের অনুসন্ধান করে। যেকোন ছোট তথ্য টেনে বের করে নিয়ে আসে এবং ভ্রমণের জন্য সেই গতিপথ অনুসরণ করে যে পথ তাকে তাঁর কাছে নিয়ে যায়।

হে অন্বেষী! কেউ কি আছে যে জওয়াব দিতে পারে?
একসাথে আমাদের কাটানো সময়ের মত পরম সুখ আর কিছুতেই নেই!
তার পরিবারের টাঙানো তাঁবুর সন্ধান কেবল যদি আমি জানতাম।
আল্লাহর ভূমির কোথায় তারা পথ হারিয়ে রয়েছে,
বাতাসের মতই তার কাছে আমরা ছুটে যেতাম!
এই সুখ সন্ধানে ছুটে যেতাম যদিওবা তা তাদেরকে অতিক্রম করে যেত!

নিশ্চয়ই সেই উচ্ছাকাঙ্খা—যার লক্ষ্য হল আল্লাহ। নিশ্চয়ই তার আত্মা পবিত্র, যার প্রিয় হচ্ছেন তিনি।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

لَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ.

"যারা তাদের প্রতিপালককে প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টি লাভার্থে ডাকে তাদেরকে তুমি বিতাড়িত করো না।"[১৩৮]

যারা দুনিয়া ও আখিরাত আঁকড়ে ধরে

একজন মানুষের যোগ্যতা বিচার করা হয় সে কি অন্বেষণ করে তার উপর ভিত্তি করে। এমন একজনকে কেউ বিচার করতে পারে না যে আল্লাহকে

---

[১৩৭] সুরা ইউনুস : ২।
[১৩৮] সুরা আনআম : ৫২।

Scanned with CamScanner

অন্বেষণ করে, কেননা তা অপরিমেয়। যে দুনিয়া অন্বেষণ করে সে এত মূল্যহীন যে, তাকে বিচার করা যায় না।

শিবলি রহ. বলেন, 'যে কেউ এই দুনিয়াকে আঁকড়ে ধরবে, সে এর অগ্নিশিখা দ্বারা পুড়তে থাকবে, যতক্ষণ না সে ছাই হয়ে বাতাসে উড়ে যায়। যে কেউ আখিরাতকে আঁকড়ে ধরবে, সে এর আলো দ্বারা এমনভাবে পুড়তে থাকবে যে, সে গুণগতমানসম্পন্ন খাঁটি স্বর্ণে পরিণত হয় এবং এর দ্বারা উপকৃত হয়। যে কেউ আল্লাহকে আঁকড়ে ধরবে, সে তাওহিদের আলোয় আলোকিত হবে এবং সে অমূল্য মণিতে পরিণত হবে।'

উচ্চাকাঙ্খা রয়েছে তার, বৃহত্তমটি হল অনন্ত;
আর ক্ষুদ্রতম সময় নিজের তাকে খুঁজে পায় অস্পৃশ্য।

আশ শিবলিকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'প্রিয়জনের সাথে সাক্ষাত করার আগে এমন আর কিছু কি আছে—যা কখনও প্রেমিকের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে?' নিচের শ্লোক দিয়ে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন-

ওয়াল্লাহি! যদি তুমি আমায় মুকুট পরিয়ে দিতে
কিসরার মুকুট, পূর্বের বাদশা,
আর সম্মুখে হাজির করতে সৃষ্টজীবের ধন-সম্পদ,
আজকের ও গতকালের ধন-সম্পদ,
আমায় বলা হল—'কিন্তু তোমার সাথে আমরা একবারও দেখা করবো না।'
হে প্রভু! তোমার সাথে সাক্ষাতেই আমার হৃষ্ট সম্মতি!

যে কারো মহৎ উচ্চাকাঙ্খা রয়েছে সে কেবলমাত্র আল্লাহ তায়ালাকে খুঁজার মাঝেই সন্তুষ্টি খুঁজে পাবে।

ইতস্তত আমার প্রত্যেক যাত্রা
সকালে ও সন্ধ্যায়।
আর তোমার যিকিরও
আমার জীবনের শ্বাস,
সতেজ মৃদু হাওয়া আর ভেঙ্গে ফেলে নিস্তব্ধতা।
তুমি আমার উচ্চাভিলাষ, আমার সব,
আমার লক্ষ্য আমার সফলতা।
হে আমার আশ্রয় ও ত্রাণকর্তা!
আমায় সংশোধন করে হিদায়াতের পথে রাখো।

Scanned with CamScanner

সপ্তম অধ্যায়

অপ্রত্যাশিত মোকাবিলা

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ.

"...তাদের জন্য আল্লাহর নিকট হতে এমন কিছু প্রকাশিত হবে যা তারা কল্পনাও করে নাই।"[১৩৯]

ভীত জ্ঞানীদের জন্য এই আয়াতটি প্রচন্ডভাবে প্রযোজ্য, কেননা তা বর্ণনা করে যে, যখন কিছু বান্দা আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে তখন তারা এমন জিনিসের মোকাবিলা করবে যা তারা কোনদিন কল্পনা করেনি। উদাহরণস্বরূপ—তার হাত কি গুণাহ করছে সে ব্যাপারে সে অসচেতন হতে পারে, হতে পারে এদিকে সে কোন মনোযোগ দিচ্ছে না, তারপর যখন ঢাকনা তোলা হয় সে এই ভয়ঙ্কর বিষয় দেখতে পায়, এবং এমন জিনিসের মোকাবিলা করতে হয় যার জন্য সে কখনও প্রস্তুত ছিলো না। এই কারণেই উমর রা. বলেন, 'যদি আমি পুরো দুনিয়ার রাজত্ব পেতাম তাহলে অপ্রকাশ্য গুণাহের ভয়ঙ্কর আতঙ্ক থেকে মুক্তির জন্য খুশিমনে একে মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দিতাম।"[১৪০]

একটি হাদিসে উল্লেখ আছে, "মৃত্যুর আশা করো না, কেননা অপ্রকাশ্য গুণাহের আতঙ্ক অনেক বেশি। একজন ব্যক্তির জন্য এটা পরম সুখ যে, আল্লাহ তাকে দীর্ঘ জীবন দিয়েছেন এবং ধৈর্যের সাথে তাকে লালনপালন করেছেন।"[১৪১]

---

[১৩৯] সুরা যুমার : ৪৭।

[১৪০] আবু ইয়ালা : ২৭৩১; এবং হায়সামি, ভলিউম- ৯, পৃষ্ঠা : ৭৭-এ বলেন, এর বর্ণনাকারী সহিহ। হিলইয়াতুল আউলিয়া, ভলিউম- ১, পৃষ্ঠা : ৫২।

[১৪১] মুসনাদে আহমাদ : ১৪৫৪৬; সুনানে বাইহাকি : ১০৫৮৯।

Scanned with CamScanner

সালাফদের মধ্যে একজন বলেন, 'বিচার দিবসে একজনকে যে কত সংখ্যক দুঃখের সময় মোকাবিলা করতে হবে তা সে কোনদিন চিন্তাও করেনি।' এই সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

لَّقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ.

"তুমি এই দিবস সম্বন্ধে উদাসীন ছিলে, এখন আমি তোমার সামনে থেকে পর্দা উন্মোচন করেছি। অদ্য তোমার দৃষ্টি প্রখর।"[১৪২]

এমন ধরনের আমল—যা হবে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণার মত

১। পূর্বে উল্লিখিত বিষয়ের চেয়ে আরো সাধারণ কিছু বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি হল—আমল। যা থেকে সে ভালো কিছু আশা করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেগুলো বিক্ষিপ্ত ধুলিকণাতে পরিণত হয় এবং সব অসৎ আমলে পরিবর্তিত হয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ.

"যারা কুফরি করে তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকাসদৃশ, পিপাসার্ত যাকে পানি মনে করে থাকে, কিন্তু সে তার নিকট উপস্থিত হলে দেখতে পায় তা কিছুই নয়। সে পাবে সেখানে আল্লাহকে, অতঃপর তিনি তার কর্মফল পূর্ণমাত্রায় দিবেন। আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর।"[১৪৩]

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا.

---

[১৪২] সুরা কাফ : ২২।

[১৪৩] সুরা নুর : ৩৯।

Scanned with CamScanner

"আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি লক্ষ্য করবো, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবো।"[১৪৪]

এই আয়াত সম্পর্কে ফুদায়েল রহ. বলেন, "তাদের জন্য আল্লাহর নিকট হতে এমন কিছু প্রকাশিত হবে, যা তারা কল্পনাও করে নাই" 'তারা আমল করেছে এই ভেবে যে এগুলো ভালো কাজ হবে কিন্তু বাস্তবে সেগুলো ছিলো খারাপ কাজ।'

২। উপরে যেটা বলেছি তার কাছাকাছি—বান্দা কোন গুণাহ্‌র কাজ করে যার দিকে সে কোন মনোযোগ দেয় না। বান্দা ভাবে গুনাহ্‌টা তুচ্ছ। অবশেষে এই গুণাহ্‌ই তার সর্বনাশের কারণ হবে। যেমনটা আল্লাহ বলেন-

وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ.

"...তোমরা একে তুচ্ছ গণ্য করেছিলে, যদিও আল্লাহর নিকট এটি ছিল গুরুতর বিষয়।"[১৪৫]

একজন সাহাবা বলেন, 'তুমি একটি কাজ করেছো, তোমার চোখে সেটা একটি চুলের থেকেও তুচ্ছ, পক্ষান্তরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় একে ধ্বংসাত্মক গুণাহ বিবেচনা করতাম!'[১৪৬]

৩। পূর্বাবস্থার চেয়ে বেশি খারাপ—যার কাছে তার নিজের অসৎ আচরণগুলোকে সন্তোষজনক মনে হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا.

"বল, 'আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দিবো কর্মে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থদের?' এরাই তারা, 'পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পন্ড হয়, যদিও তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্মই করছে।"[১৪৭]

---

[১৪৪] সুরা ফুরকান : ২৩।
[১৪৫] সুরা নুর : ১৫।
[১৪৬] সহিহ বুখারি : ৬৪৯২।
[১৪৭] সুরা কাহফ : ১০৩, ১০৪।

Scanned with CamScanner

ইবনে উনায়নাহ রহ. বলেন, 'মুহাম্মাদ ইবনে আল-মুনকাদির মৃত্যুর সময় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন, তাই লোকজন আবু হাযিমকে ডেকে পাঠালেন। তিনি আসলেন। ইবনে আল-মুনকাদির রহ. তাকে বলেন, "আল্লাহ বলেন- 'তাদের জন্য আল্লাহর নিকট হতে এমন কিছু প্রকাশিত হবে যা তারা কল্পনাও করে নাই।" আমি ভয় পাই যে, সবকিছু আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং আমাকে এমন কিছুর সম্মুখিন হতে হবে যা আমি কখনও আশা করি নাই।" তারপর তারা দুইজনই কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।'

ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া রহ. তার বর্ণনায় যোগ করেন, 'তাই তার পরিবার বলল, "আমরা আপনাকে ডাকলাম এজন্য, যেন আপনি তাকে স্বান্তনা দিতে পারেন। কিন্তু আপনি তার উদ্বেগ আরো বাড়িয়ে দিলেন!" তখন তাদেরকে বললেন যে, তিনি কি বলেছেন।'[১৪৮]

ফুদায়েল ইবনে ইয়াদ রহ. বলেন, 'আমাকে জানানো হয় যে, সুলায়মান আল-তায়মিকে বলা হয়েছে, "আপনি! কে আছে আপনার মত!" তিনি বলেন, "চুপ! এই কথা বল না! আমি জানি না আল্লাহর কাছ থেকে আমার সামনে কি দৃশ্যমান হবে। আমি জানি আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তাদের জন্য আল্লাহর নিকট হতে এমন কিছু প্রকাশিত হবে যা তারা কল্পনাও করে নাই।"[১৪৯]

৪। সুফিয়ান সাওরি রহ. এই আয়াত সম্পর্কে বলেন, 'দুঃখ হয় লোকদেখানো মানুষগুলো জন্য।'[১৫০]

এটা দেখা যায় সেই হাদিসে, যেখানে বলা হয়েছে—'তিন ব্যক্তিকে সর্বপ্রথম আগুনে নিক্ষেপ করা হবে, তাদের মধ্যে একজন আলেম, অন্যরা হলেন সাদাকা দানকারী এবং মুজাহিদ।'[১৫১]

---

[১৪৮] ইবনুল জাওযি, ভলিউম- ২, পৃষ্ঠা : ১৬৭, ১৮৫।

[১৪৯] ইমাম যাহাবি, তাযকিরাতুল হুফফাজ, ভলিউম- ১, পৃষ্ঠা : ১৫১।

[১৫০] তাফসিরে কুরতুবি, ভলিউম- ১৫, পৃষ্ঠা : ২৬৫।

[১৫১] আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত—'বিচারদিবসে প্রথম যে ব্যক্তির বিচার করা হবে, সে হবে একজন শহিদ। তাকে সামনে নিয়ে আসা হবে, আল্লাহ তার প্রতি তাঁর নিয়ামত বর্ণনা করবেন। সে এগুলোর প্রাপ্তি স্বীকার করবে। তারপর আল্লাহ তায়ালা

Scanned with CamScanner

৫। একজন ব্যক্তি সৎকর্ম করেছে কিন্তু পাশাপাশি অন্যদের উপর জুলুম করেছে। সে মনে করে যে, তার কৃতকর্ম তাকে রক্ষা করবে, তাই সেখানে এমন কিছুর মুখোমুখি হতে হবে যা সে কোনদিন আশা করেনি। তার সব সৎকর্ম তাদের ন্যায্যভাবে ভাগ করে দেওয়া হবে, যাদের উপর সে জুলুম করেছিলো, এরপর আরো কিছু জুলুম বাকি থাকবে পরিশোধের জন্য। কাজেই তাদের গুণাহ তার উপর স্তুপাকার করা হবে, ফলে তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।

৬। তার আমলনামা এমন পর্যায়ে তদন্ত করা হতে পারে যে, তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে তার উপর যেসব নিয়ামত দেওয়া হয়েছিলো তার জন্য সে কতটা

জিজ্ঞাসা করবেন, "তুমি সেগুলো দিয়ে কি করেছো?" সে উত্তর দিবে, "আমি আপনার জন্য শহিদ হওয়ার আগ পর্যন্ত যুদ্ধ করেছি।" আল্লাহ তায়ালা বলবেন, "তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি যুদ্ধ করছো এই কারণে যেন তোমাকে 'সাহসী মুজাহিদ' বলা হয় এবং তোমাকে তা ডাকা হয়েছে।" তারপর হুকুম করা হবে, তাকে মুখের উপর টেনে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি—যে জ্ঞানার্জন করেছেন, শিক্ষা দিয়েছেন ও কুরআন তিলাওয়াত করেছেন। তাকে সামনে নিয়ে আসা হবে এবং আল্লাহ তার প্রতি আল্লাহর নিয়ামত বর্ণনা করবেন। সে এগুলোর প্রাপ্তি স্বীকার করবে। তারপর আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন, "তুমি সেগুলো দিয়ে কি করেছো?" সে বলবে, "আমি জ্ঞানার্জন করেছি এবং তা ছড়িয়ে দিয়েছি আর আপনার জন্য কুরআন তিলাওয়াত করেছি।" আল্লাহ বলবেন, "তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি জ্ঞানার্জন করেছো এই কারণে যেন তোমাকে 'আলেম' বলা হয় এবং তুমি কুরআন তিলাওয়াত করেছো এই কারণে যেন বলা হয় 'সে একজন ক্বারী' এবং তা বলা হয়েছে।" তারপর হুকুম করা হবে, তাকে মুখের উপর টেনে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

তৃতীয় ব্যক্তি—যাকে আল্লাহ অঢেল ধনী করেছিলেন এবং সব ধরনের সম্পদ দিয়েছিলেন, তাকে সামনে নিয়ে আসা হবে। আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি তাঁর নিয়ামত বর্ণনা করবেন, সে এগুলোর প্রাপ্তি স্বীকার করবে। তারপর আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞাসা করবেন, "তুমি সেগুলো দিয়ে কি করেছো?" সে বলবে, "আপনার ইচ্ছায় আপনার জন্য যতগুলো খাতে সম্পদ ব্যয় করা সম্ভব তার সবগুলো খাতে আমি সাদাকা করছি।" আল্লাহ তায়ালা বলবেন, "তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি এগুলো করেছো এই কারণে যে, যেন তোমাকে মানুষ ('সে অনেক দানশীল') বলে।" তারপর হুকুম করা হবে, তাকে মুখের উপর টেনে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।' (সহিহ মুসলিম : ১৯০৫, ৪৯২৩)

Scanned with CamScanner

কৃতজ্ঞ ছিলো। তার আমল সর্বনিম্ন নিয়ামতের সাথে সমতা বিধান করবে এবং ওজনহীন বাকি নিয়ামতগুলো ওজনে তাদের থেকে অনেক বেশি হবে! এই কারণেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যার আমলনামা তদন্ত করা হবে সে শাস্তি ভোগ করবে" অথবা "ধ্বংস হয়ে যাবে"।

৭। সে গুণাহ করতে পারে যা তার কিছু সৎকর্মকে বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আমলকে—যা তাওহিদকে সংরক্ষণ করে ধ্বংস করে দিতে পারে, যার ফলশ্রুতিতে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

সাওবান রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আমার উম্মাহ্‌র মধ্যে এমন লোক আছে যারা পাহাড়সম আমল নিয়ে আসবে, আল্লাহ তায়ালা সেগুলোকে বিচার করবেন বিক্ষিপ্ত ধূলিকণার মত।"

এই হাদিসটি উল্লেখ করা যায়, "এরা হলো সেসব লোক—যারা আপনার বর্ণের (আপনার ভাষায় কথা বলে)[১৫২], তারা রাতের কিছু অংশ সালাতে ব্যয় করে যেমন আপনি করেন, কিন্তু তারা হচ্ছে সেসব লোক—যখন তারা একা থাকে তখন আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে।"[১৫৩]

ইয়াকুব ইবনে শায়বাহ ও ইবনে আবিদ দুনিয়া রহ. উল্লেখ করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "বিচারদিবসে একদল লোক আনা হবে যাদের আমল হবে তিহামাহ পাহাড়ের সমান, আল্লাহ সেগুলোকে ধূলো হিসেবে বিবেচনা করবেন এবং এদেরকে সর্বপ্রথম আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।"

সালিম রহ. বলেন, "আমি ভয় পাই এজন্য যে, আমি তাদের মধ্যে একজন!"

---

[১৫২] এই বাক্যটি ইবনে মাজাহর হাদিসে পাওয়া যায়নি।

[১৫৩] ইবনে মাজাহ : ৪২৪৫। বুসায়বি বলেন, এর ইসনাদ সহিহ। শাইখ আলবানি : ২৩৪৬-এ একে সহিহ বলেছেন।

Scanned with CamScanner

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তারা সিয়াম পালন করতো, সালাত আদায় করতো এবং রাতের কিছু অংশ ইবাদতে ব্যয় করতো। কিন্তু গোপনে যখন নিষিদ্ধ কোনকিছু করার সুযোগ আসতো, তারা সেই সুযোগটা নিতো। আর আল্লাহ তাদের এই কর্ম বাতিল করে দিতো।"[১৫৪]

একজন ব্যক্তির কৃতকর্ম অকার্যকর হয়ে যেতে পারে তার অহংকার প্রকাশ করার কারণে এবং এরা এখনও সচেতন নয়!

দুনিয়ার বিষন্নতা ও আখিরাতের দুর্দশা

একজন ধর্মপ্রাণ ইবাদতকারী বলেন, 'আখিরাতে যদি মুমিনের জন্য সুখ বয়ে না আনে, তাহলে দুইটা বিষয় তার জন্য একত্রিত হয়; দুনিয়ার বিষন্নতা ও আখিরাতের দুর্দশা।' তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'একজন ব্যক্তি—যে দুনিয়াতে কঠোর সংগ্রাম করলো, সে কেমন করে আখিরাতে সুখের মুখ না দেখে থাকে?' তিনি উত্তর দিলেন, 'স্বীকৃতি কি? নিরাপত্তা কি? কত সংখ্যক মানুষ যারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে যদিও বিচারদিবসে সেগুলোকে একত্রিত করা হবে এবং তাদের মুখে ছুঁড়ে মারা হবে।'[১৫৫]

এটা এই কারণে যে, আমির ইবনে আব্দুল কাইস ও অন্যান্যরা এই আয়াতের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন থাকতেন-

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ.

"...অবশ্যই আল্লাহ মুত্তাকিদের কুরবানি কবুল করেন।"[১৫৬]

ইবনে আওন রহ. বলেন, 'বিশাল নেক আমল নিয়ে নিরাপদ বোধ করো না, কেননা তুমি জানো না সেগুলো গ্রহণযোগ্য হবে কিনা। তোমার গুণাহ

---

[১৫৪] হিলইয়াতুল আউলিয়া : ১/১৭৮।
[১৫৫] হিলইয়াতুল আউলিয়া, ভলিউম- ৩, পৃষ্ঠা : ৩৬০।
[১৫৬] সুরা মায়িদা : ২৭।

Scanned with CamScanner

নিয়েও নিরাপদ বোধ করো না, কেননা তুমি জানো না সেগুলোর প্রায়শ্চিত করা হয়েছে কিনা। কারণ তোমার সকল আমল তোমার কাছে অদেখা এবং তোমার কোন ধারণা নেই আল্লাহ সেগুলো দিয়ে কি করবেন।'

ইমাম নাখাঈ রহ. তার মৃত্যুর সময় কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অপেক্ষায় আছি এবং আমার কোন ধারণা নেই তিনি আমাকে জান্নাত নাকি জাহান্নামের সুসংবাদ দিবেন।'[১৫৭]

অন্য আরেকজন মৃত্যুর সময় উদ্বিগ্ন অনুভব করেছিলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, 'আপনি উদ্বিগ্ন কেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'এটা হচ্ছে সেই সময় যার সম্পর্কে আমার কোন ধারনা নেই যে, আমি কোন দিকে চালিত হব।'

একজন সাহাবা মৃত্যুর সময় উদ্বিগ্নতার আতিশয্যে পরাভূত হয়ে পড়েছিলেন এবং তাকে তার পরিস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দিলেন, 'আল্লাহ দুই হাত মুষ্টি করে তাঁর সৃষ্টিগুলোকে নিয়েছেন। এক মুষ্টি জান্নাতের জন্য, অন্য মুষ্টি জাহান্নামের জন্য। আমার ধারনা নেই আমি কোন মুষ্টিতে অন্তর্ভূক্ত হবো।'[১৫৮]

সতর্ক হও! সতর্ক হও!!

আদম সন্তান তার জীবদ্দশায় সর্বোচ্চ ভীতিকর পরিস্থিতির স্বীকার হবে মৃত্যু, কবর, বারযাখ[১৫৯], পুনরুত্থান, পুলসিরাত। সবচেয়ে বড় ভীতি মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো। আগুন—যে কেউ এটা বিবেচনা করে, যেহেতু তা বিবেচ্য বিষয়। সে নিজেকে উদ্বিগ্ন অবস্থায় খুঁজে পাবে।

---

[১৫৭] হিলইয়াতুল আউলিয়া, ভলিউম- ৪, পৃষ্ঠা : ২২৪।

[১৫৮] মুসনাদে আহমাদ : ১৭৫৯৪। হায়সামি, ভলিউম- ৭, পৃষ্ঠা : ১৮৭-তে বলেন, 'এর বর্ণনাকারী সহিহ।' তিনি ইসনাদে দুটি দুর্বলতা খুঁজে বের করেছেন।

[১৫৯] আল-বারযাখ, মৃত ব্যক্তি ও তার দুনিয়ার জীবনের মধ্যকার প্রতিবন্ধককে বুঝায়। আখিরাতের জীবনের প্রথম ধাপে যাওয়ার পথ হিসেবে একে বিবেচনা করা হয়। বারযাখের সুন্দর ব্যাখা এবং এই বিষয়ের সাথে জড়িত বিষয়গুলোর সঠিক ব্যাখা পাওয়া যাবে, মুহাম্মাদ আল-জিব্রিল এর 'লাইফ ইন বারযাখ' বইতে (আল-কিতাব অ্যান্ড আল-সুন্নাহ পাবলিশিং : ১৯৯৮ ইং)।

Scanned with CamScanner

সে শেষমুহূর্তে তার ঈমান হারানোর এবং অপরাধী হিসেবে পরকালে শাস্তি পাওয়ার ভয়ে থাকবে। সত্যিকারের মুমিন কখনও এই সকল বিষয় থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করবে না।

فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ.

"...বস্তুত ক্ষীতগ্রস্ত সম্প্রদায় ব্যতীত কেউ আল্লাহর কৌশল হতে নিরাপদ মনে করে না।"[১৬০]

এই সকল বিষয়গুলো থেকে আদম সন্তানকে আরাম ও শিথিলতা থেকে নিবৃত্ত করা উচিত। স্বপ্নে এক ব্যক্তি বলেছিলো—

চোখ দুটি ঘুমায় কি করে শান্তভাবে?
এখনও জানা নেই বসবাস করবে তারা কোন আবাসে?
নেই কোন যার জামিনদার।

একজন ধর্মপ্রাণ ইবাদতকারীকে তার মৃত্যুশয্যায় তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো, তখন তিনি বলেন-

কেউ জানে না কবরে তার জন্য কি অপেক্ষা করছে,
রক্ষা কর আল্লাহ, তিনি একক যিনি কবরের মালিক।

এই বিষয়ে তাদের একজন বলেন-

ওয়াল্লাহি—যদি মানুষ জানতো কেন তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে,
না সে ঘুমাতো, না সে কর্তব্যে অবহেলা করতো।
তাকে এমন কিছুর জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে যা হবে নিশ্চিত,
না সে বিপথগামী হত, না সে ঘুমাতো যদি তার হৃদয় তা দেখতো;
মৃত্যু, কবর, পুনরুত্থান,
শোচনীয় তিরষ্কার, আতঙ্ক ভীতিকর।
মানুষকে উঠানো করা হবে হাশরের ময়দান,

[১৬০] সুরা আরাফ : ৯৯।

Scanned with CamScanner

সালাত ও সিয়াম গভীর উত্তেজনায়!
যখন আদেশ বা নিষেধ আসে, আমরা
গুহার মানুষদের মতো সজাগ, কিন্তু ঘুমন্ত।

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বুল আলামিন।

শান্তি ও মঙ্গল বর্ষিত হোক আমাদের নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার পরিবার এবং সকল সাহাবাদের উপর।

সমাপ্ত

Scanned with CamScanner

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ তায়ালা জান্নাতকে বলেন, তুমি হলে আমার দয়া, আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তোমার মাধ্যমে দয়া প্রদর্শন করি।" [সহিহ বুখারি : ৪৮৫০]

আনাস রা. হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "বান্দা 'আলহামদুলিল্লাহ' বলার কারণে আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে সকল অনুগ্রহ প্রদান করেন। মেনে নেওয়া যে, তিনি যা নিয়েছেন তা অপেক্ষা তিনি যা দিয়েছেন তা অধিক ভালো।" [ইবনে মাজাহ : ৩৮০৫]

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "বিচারদিবসে সৎকর্ম ও অসৎকর্মের পাশাপাশি অনুগ্রহকে অগ্রবর্তী করা হবে। আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহগুলোর মধ্যে শুধু একটি কথা বলবেন, 'তুমি তোমার ন্যায্য পাওনা তার ভালো কাজগুলো থেকে নিয়ে নাও'। এটা তার সমস্ত ভালো কাজকে নিয়ে যাবে।" (ইবনে আবিদ দুনিয়া, পৃষ্ঠা : ২৪)

Scanned with CamScanner